فضل ربي
স্বীয় প্রতিপালকের সাথে নীরবে কথা বলে

ফজলে রাব্বী নামের অর্থ আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ

বইয়ের নাম করনে অনুসরন করা হয়েছে কোরানের সূরা আরাফের ৫৫ নং আয়াত **"তোমরা বিনীতভাবে ও সংগোপনে তোমাদের রাব্বকে ডাকবে"**

প্রতিপালকের সাথে নীরবে কথা বলি

ٱدْعُوا – কথা বলি

رَبَّكُمْ – স্বীয় প্রতিপালকের

وَّخُفْيَةً – নীরবে

বইয়ে ব্যবহার করা হয়েছে নবীজীর সীল মোহর

- ✓ আল্লাহর বাণী - ***<u>বোল্ড ইটালিক আন্ডরলইন দেয়া</u>***
- ✓ রসূলের কথা - **নরমাল বোল্ড**
- ✓ লেককের কথা - <u>আন্ডার লাইন করা</u>

দোয়া শিক্ষা

প্রতিপালকের সাথে নীরবে কথা বলি

তোমরা রবের যিকর কর মনে মনে, সবিনয় ও সশংক চিত্তে ও অনুচ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় আর তোমরা গাফিলদের অন্তর্ভূক্ত হইও না ।

(সূরা-আরাফ ৭ঃ২০৫)

প্রকাশক

আলোর ধারা

বসুন্ধরা আবাসিক - এলাকা , ঢাকা

যোগাযোগ - ০১৭৬৬৬২৬০৮১

আলোর ধারা

গবেষক ও সংকলক

আব্দুল্লাহ মোহম্মদ (ফাজেল) বিবিএ

عبدالله محمد

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারী ২০২০ ঈসায়ী

আমরা বইটি স্বল্প মূল্যে বিতরনে আগ্রহী আর যদি বইটি প্রচার ও প্রসারে কেউ সহযগিতা করতে চান আমরা তার অনুদান সাদরে গ্রহণ করবো । জাযাকাল্লাহ খাইরান

ফেসবুক - www.facebook.com/mahbubabdullah
যোগাযোগের ঠিকানা - ০১৭৬৬৬২৬০৮১
ই মেইল - mahbubabdullah@gmail.com

সূচিপত্র

আমার প্রচেষ্টা কবুল করে নাও

প্রশংসা করছি তাঁর যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তোমার দিকেই মুখ ফিরালাম। তোমার উপরই ভরসা করলাম । একমাত্র তোমার ব্যতীত কোন আশ্রয় স্থল নাই। তোমার সাহায্যের ভরসা করেই অত্র লেখায় হাত দিলাম । আমি তোমার আনিত কিতাবের উপর বিশ্বাস করি । আর মানি যে তা চিরন্তন সত্য বাণী আর তোমার প্রেরিত নবীদের উপর বিশ্বাস করি। যাদেরকে তুমি সত্য কিতাব সহ পাঠিয়েছ।

বইটির ভুল ভ্রান্তির থেকে তোমার কিতাব ও নবীর সুন্নাতের উপরিই ভরসা করি। তুমি আমার ভুলি ত্রুটি ক্ষমা করে আমাকে নেক বান্দাদের মধ্যে সামিল করে নাও।আমিন

আমার এই প্রচেষ্টা কবুল করে নাও

ভূমিকা

পাঠকদের ব্যাপক চাহিদার কারণেই পবিত্র কোরআন ও সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে নির্ভরযোগ্য দোয়ার বই রচনা করতে মনস্ত করলাম ।

দোয়ার বইয়ের জন্য মানুষ উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। কিন্তু প্রচলিত বই গুলো চাহিদা পূরণ করা সত্যেও বিশুদ্ধতার নীরিখে সহীহ হাদিসের সাথে সঙ্গতিহীন । রাসূলের হাদীস ভিত্তিতেই বইটির বিশুদ্ধতা নিরুপণ করা হয়েছে। রাসূলের হাদীস আর কোরআনিই হল আমাদের জন্য বিশুদ্ধতা নিরুপণের কষ্টিপাথর।

দোয়া করার অর্থ হচ্ছে কোন কিছুর জন্য **প্রার্থনা** করা, ডাকা, চাওয়া। বিনয়ের সাথে ও নিভৃতে আল্লাহকে ডাকা। আল্লাহ বলেছেন,

ادْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।[১]

---

[১] **সূরা গাফির/মুমিন** ৬০ নং আয়াত (তাফসীরে আহসানুল বায়ান)

বান্দাহ দোয়ার মাধ্যমে যখনই আল্লাহকে ডাকে আল্লাহ তাঁর ডাকে সাড়া দেন। এর অর্থ হচ্ছে তোমরা সর্বক্ষণ প্রশংসা সহকারে অনুনয়-বিনয়ের[২] সাথে তাঁকে ডাক।

আল্লাহ বলেন ঃ হে নবী, আপনি বলুন আমি আল্লাহর প্রশংসা করি আর রহমানের প্রশংসা করি ।[৩]

রাসূল আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন কি ভাবে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে হবে।[৪] সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতিটি কাজে কিভাবে দোয়া (করতে হবে তা রাসূলের জীবনী

---

[২] আল্লাহর কাছে সকাতর প্রার্থনা

[৩] সূরা ইসরা (আয়াত নং ১১০)

[৪]লেখকের নিজস্ব মতামত * , বইয়ে লেখক নিজে যেসব মন্তব্য করেছেন তা মার্ক করা আছে, কোরান (আল্লাহর বাণী) ***মোটা করে ইটালিক*** , বিশুদ্ধ হাদীস চিহ্ন দেয়া **আছে ব্লক** ।

থেকেই আমাদের জন্য অনুসরনীয় হয়ে থাকবে। সাহাবীরা তাঁর মত করেই দোয়া করতেন। তার পাশাপাশি কিভাবে আল্লাহর সাথে কথা বলতে হবে ও কিভাবে প্রশংসা ও গুন বাচক নামের উসিলা ধরে তাঁকে (আল্লাহকে) ডাকতে হবে সেই পদ্ধতি রাসূল (সাঃ) শিখিয়েছেন । নিশ্চই রাসূল যে ভাবে দোয়া করেছেন তার থেকে সুন্দর,সাবলীল ও গ্রহণযোগ্য আর কোন দোয়াই হতে পারে না । তাঁর দোয়াই আমাদের জন্য অনুসরনীয় মডেল বা পদ্ধতি। *বইটি সম্পূর্ণ রূপে আল কোরআন ও রাসূলের সহীহ হাদীসের বিশুদ্ধ দলিল এর ভিত্তিতে সংকলিত হয়েছে* ।[৫]আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল। তুমি তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থানে পৌছে দাও ,যার ওয়াদা তুমি তাঁকে করেছো। *আল্লাহ বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর । আর তোমাদের আমল সমূহ বিনষ্ট করো না* ।[৬]

---

[৫] অত্র গ্রন্থে হাদীস এর বর্ণনার বিশুদ্ধতা নিরূপন করার ক্ষেত্রে ছয়টি প্রধান হাদীস গ্রন্থ সূক্ষ যাচাই বাছাই করা হয়েছে, যে হাদীস বর্ণনার বিশুদ্ধতায় সন্দেহ থেকে গেছে তা উল্লেখিত হয় নাই । বর্ণনার ধারাবাহিকতায় কোরানকে সর্বপ্রথম প্রধান্য দেয়া হয়েছে , তার পর সহীহ হাদীস ।

[৬] **সূরা মুহাম্মদ আয়াত নং ৩৩**

সূরা ফাতিহা কোরানের মা ,

ভূমিকা ও দোয়া এটা দোয়া শিক্ষার এমন পদ্ধতি যা আল্লাহ স্বয়ং শিক্ষা দিচ্ছেন। দোয়া করার এর চেয়ে সুন্দর পদ্ধতি আর নাই। বইয়ের শুরুতেই সূরা ফাতিহা দেয়ার কারণ হল সূরাটি রাসূল ভালবাসতেন আর সাহাবীদের পড়তে বলতেন এবং অত্র সূরাটি আমাদের উপহার দেয়া হয়েছে। হাত তুলে দোয়ার পক্ষে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ সূরা আর নাই। বান্দাহ হাত তুললেই দোয়া কবুল হয়,

তা সুন্দর ও সাবলীল পদ্ধতিই হচ্ছে সূরা ফাতিহা । সকল দোয়াই সূরা ফাতিহার অনুসৃত সারকলীপিতে গ্রথিত।

الفاتحة ١
بسم الله الرحمن الرحيم
١ الحمد لله رب العلمين
٢ الرحمن الرحيم ٣ ملك يوم
الدين ٤ إياك نعبد وإياك نستعين
٥ اهدنا الصرط المستقيم ٦ صرط
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين ٧
الله
رسول
محمد
সূরা ফাতিহা
দোয়া কবুলের পদ্ধতি যা
আল্লাহ স্বয়ং শিক্ষা দিচ্ছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ
وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى
اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ
শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা দরূদ
শরীফ

আল্লাহর প্রশংসা ও যিকরের ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

فَاذْكُرُوْنِيْٓ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِيْ وَلاَ تَكْفُرُوْنِ

"অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ করো,আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং আমার সাথে কুফরী করো না।"[৭]

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُواْ اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْراً

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো।"[৮]

---

[৭] **সূরা আল-বাকারাহ্ - ২ঃ১৫২** (তাফসীরে বায়ান) **যিকির** এর অর্থ, কোরাআন তেলোয়াত, আল্লাহ সুন্দর নামে তাকে স্বরণ করা, **প্রশংসা করা** , সকাল সন্ধ্যায় যিকির , দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে যিকির ও দোয়া, তাঁর কাছে কিছু **চাওয়া** ইত্যাদি ।

[৮] **সূরা আল-আহযাব - ৩৩ঃ৪১**। (তাফসীরে আহসানুল বায়ান)

وَالذّٰاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَّالذّٰاكِرٰاتِ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا

"আর আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহ তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান ।"[৯]

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيْفَةً وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلاَ تَكُنْ مِّنَ الْغٰافِلِيْنَ

"আর তোমার প্রতিপালককে মনে মনে বিনয়ের সাথে ভয়-ভীতি সহকারে অনুচ্চস্বরে সকাল-সন্ধ্যায় স্মরণ করো আর তোমরা উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"[১০]

দোয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হচ্ছে

---

[৯]**সূরা আল-আহযাব্ ৩৩:৩৫।** (তাফসীরে আবু বকর জাকারিয়)

[১০]**সূরা আল-আ'রাফ-৭:২০৫।** অত্র আয়াতে আল্লাহর সমীপে **দোয়ার পদ্ধতি** শিক্ষা দেয়া হচ্ছে । **আল্লাহকে স্মরনের সময় স্বরকে নীচু করে, বিনীত ভাবে ডাকে , সকাল সন্ধ্যায় মানে হল, দিনের শুরু ও শেষে** কারণ এই সময় সৃষ্টিলকূল তার প্রার্থনা করে। তোমরাও তাঁর স্মরনে মাসগুল থাক ।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿﴾ وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا

" তোমরা আল্লাহকে অধিক স্বরণ কর এবং সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। "[১১]

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্বরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।[১২]

---

[১১]সূরা আহযাব ৩৩ঃ ৪১-৪২ (অনুবাদক ড. মুজিবুর রহমান)

[১২]সূরা জুমুআ ৬২ঃ ১০ অধ্যাপক ডঃ মুজিবুর রহমান অনূদিত কোৱআনুল কারিম দারুস সালাম প্রকাশনী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন

তোমরা তোমাদের রবকে ডাকবে বিনীত ভাবে ও সংগোপনে ।[১৩]

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন

فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ"

রুকূতে নিজের রবের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর এবং সিজদায় গিয়ে আকুল প্রার্থনা কর। কারণ এই সময় দোয়া কবুলের সম্ভানাই বেশী।[১৪]

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন - **দোয়াই ইবাদত**।[১৫]

---

[১৩]**সূরা আরাফ ৭ঃ৫৫** অত্র আয়াতে দোয়ার আদব শেখানো হচ্ছে , **অপারগতা ও অক্ষমতা** এবং **বিনয় নম্রতা** যা দোয়ার প্রাণ, (উচ্চস্বরে) দোয়া করার মধ্যে বিনয় নম্রতা থাকা কঠিন। চুপে চুপে দোয়া করাই উত্তম এবং কবুলের নিকটবর্তী করে।

[১৪]**মুসলিম (হাদীস নং ৯৫৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস** কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের কিছু অংশ নামাযে দুটি উল্লেখযোগ্য সময় হল এ দুটি সময় , দোয়া কবুলের বিশেষ সময় ও।

রাসূলের কথা

আল্লাহ তা’আলা বলেন

তোমরা আমার কাছে দোয়া কর আমি তোমার দোয়া কবুল করব। [১৬]

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ

বান্দাহ যখন সিজদায় থাকে তখন রবের সবচেয়ে নিকবর্তী হয় । অতএব ঐ সময় বেশী বেশী দোয়া কর। [১৭]

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন

“আমি কি তোমাদেরকে তা জানাব না আমলের মধ্যে যা সর্বোত্তম, তোমাদের মালিক আল্লাহর কাছে যা অত্যন্ত পবিত্র, তোমাদের জন্য যা অধিক মর্যাদা বৃদ্ধিকারী, আল্লাহর পথে

---

১৫ **তিরমীযি** (হাদীস নং ৩৩৭২) আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ
১৬ সূরা গাফির/**আল মু’মিন** ৪০ঃ৬০
১৭ **মুসলিম, রিয়াদুস** সালেহীন নং ১৫০৬, বর্ণনা কারী আবু হুরাইরা , সহীহ হাদীস

সোনা-রূপা ব্যয় করার তুলনায় যা তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা তোমাদের শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে তাদেরকে হত্যা এবং তারা তোমাদের হত্যা করার চাইতেও অধিকতর শ্রেষ্ঠ? সাহাবীগণ বললেন,অবশ্যই হ্যাঁ। তিনি বললেন, তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার যিকর।"[১৮]

কোরান তেলোয়াতের সওয়াব

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব (কুরআন) থেকে একটি হরফ পাঠ করে, সে তার বিনিময়ে একটি সওয়াব পায়; আর একটি সওয়াব হবে দশটি সওয়াবের সমান। আমি আলিফ, লাম ও মীমকে একটি হরফ বলছি না। বরং 'আলিফ' একটি হরফ, 'লাম' একটি হরফ এবং 'মীম' একটি হরফ।"[১৯]

সাহাবীর কথা

মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, কোন মানুষের জন্য আল্লাহর যিকিরের চেয়ে উত্তম কোন আমল নাই, যা তাকে মহামহিম আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারে। বান্দাহ তার বিনিময়ে সাওয়াব পায় , আর আল্লাহর নিকট অতীব উত্তমকাজ স্বর্ণ রৈপ্য ব্যয় করা অপেক্ষা ।

---

[১৮]**তিরমিযী (হাদীস নং ৩৩৭৭), ইবনে মাজাহ (হাদীস-৩৭৯০)** আবু দারদা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস

[১৯]**তিরমিযী (হাদীস নং- ২৯১০)** ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। কিন্তু সানাদের দিক দিয়ে গরীব। **ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস**
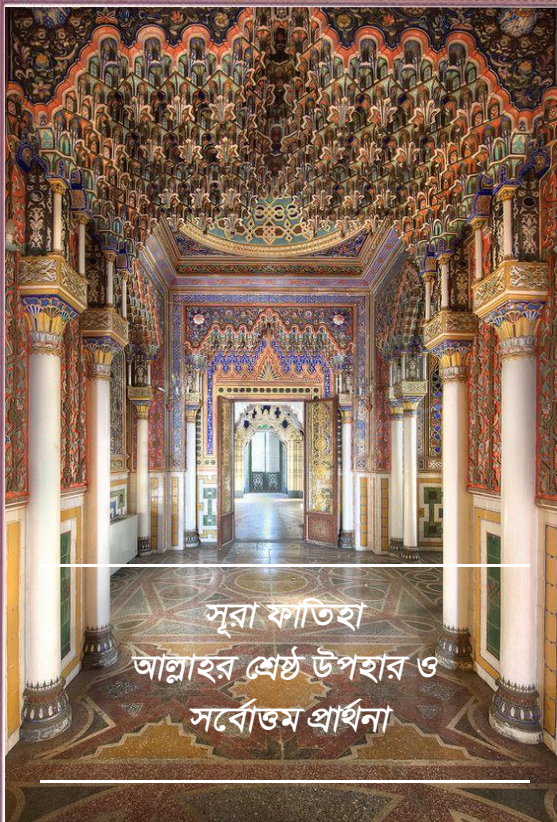
সূরা ফাতিহার ফযিলত

সূরা ফাতিহা দোয়া করার এমন পদ্ধতি যা আল্লাহ স্বয়ং শিক্ষা দিচ্ছেন। সূরা ফাতিহা হল

আল্লাহর তা'আলার শ্রেষ্ঠ যিকির , এটা দোয়া করার এমন ঐশী পদ্ধতি, যাতে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রশংসা করা হয়েছে, কি ভাবে দোয়া করতে হবে, এটা তারই এমন বাস্তব পদ্ধতি যার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী আজও নেই। এটা আল্লাহর বিশেষ উপহার, আর এটা সর্বোত্তম প্রার্থনাও বটে ।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা

الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু।

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

যিনি বিচার দিনের মালিক।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

اِهْدِنَـا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

আমাদেরকে সরল পথ দেখাও,

صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنعَمْتَ عَلَيهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوْبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ

সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।[২০]

---

[২০] আবূ সা'ঈদ ইবনু মু'আল্লা (রাঃ) বলেন, মসজিদে আমি সালাত আদায় করছিলাম। এ সময় নবী (সা.) আমাকে ডাকলেন। সালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি উত্তর দিলাম না। এরপর আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সালাত আদায় করছিলাম। তখন তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ কি এ কথা বলেননি যে, যখন আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল ডাকেন তখন তাঁদের ডাকের জবাব দাও? অতঃপর তিনি (সা.) বললেন, মাসজিদ হতে বের হবার আগে আমি কি তোমাকে (পড়ার জন্য) শ্রেষ্ঠতর সূরাটি শিখাব না?

এরপর তিনি (সা.) আমার হাত ধরলেন। তারপর আমরা মাসজিদ হতে বের হতে চাইলে, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো বলেছিলেন, ''আমি কি তোমাকে কুরআনের শ্রেষ্ঠ সূরা শিখাব না?'' তিনি (সা.) বললেন, এটি হলো সূরা ''আলহামদু লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন''। এ সূরাই (পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত) সে সাতটি আয়াত (সাব্'উল মাসানী) ও মহা কুরআন, যা আমাকে দেয়া হয়েছে। (সহীহ : বুখারী ৪৪৭৪, ইবনু মাজাহ ৩৭৮৫,)
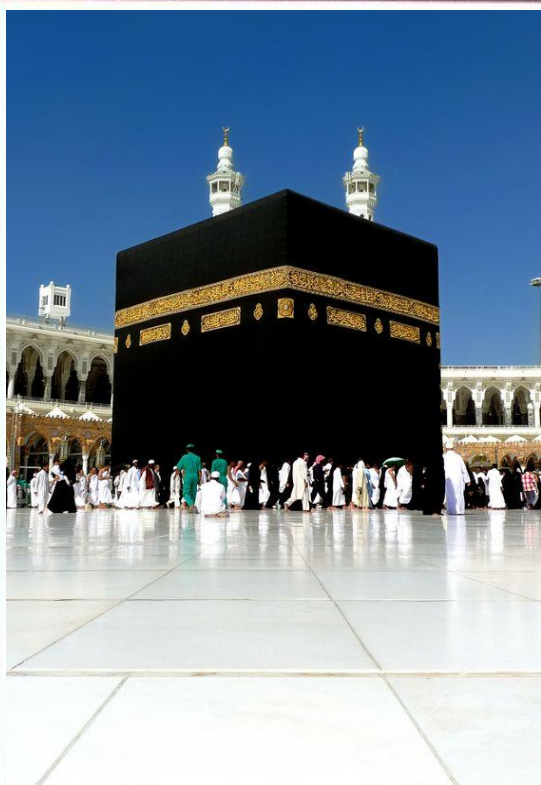
দোয়া কবুলের শর্ত

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন, সর্বপ্রথম দোয়া কবুলের শর্ত হচ্ছে হারাম খাবার ও পাণীয় থেকে নিজেকে বিরত রাখা, অতঃপর

খালেস নিয়তে দোয়া করলে তা কবুল করা হবে। তারপর নিয়ম শিক্ষা দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অযু করলেন হাত তুলে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন।[২১]

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) হাত তুলে ক্বিবলামুখী হয়ে দোয়া করতেন।[২২]

---

[২১] **মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত) (হাদীস ২৭৬০) ,বুখারী (হাদীস নং ৬৩৮৩)** এই দুটোই হাদীসের আলোকে দোয়া কবুলের শর্ত, হচ্ছে দোয়ার পূর্বে অযু করা । আবু মুসা (রাঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ।

[২২] **বুখারী (হাদীস নং ৫৯০৩)** , আল্লাহর নিকবর্তী হওয়ার উপায় হল কিবলামুখী হওয়া ।

রাসূলের কথা

দোয়া করার পূর্বে অবশ্যই আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে, এক ব্যক্তি তা করল না এবং রাসূলের (সাঃ) **দরূদ প্রার্থনা** থেকে বিরত রইল। রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন, তুমি তাড়াহুড়া করলে। রাসূল (সাঃ) তাকে সতর্ক করলেন এবং নিয়ম শিক্ষা দিলেন । অতঃপর অপর জন আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী প্রশংসা সহ দোয়া করলেন এবং দরূদ পাঠ করলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, **তুমি দোয়া কর তা কবুল করা হবে** ।[২৩]এর থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলের (সাঃ) ব্যক্ত পদ্ধতিতেই দোয়া কবুল হয়।

মোদ্দকথা , তুমি দোয়া কর মানে হল রাসূলের শেখানো পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেয়াই উদ্দেশ্য।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একজনকে বলতে শুনলেন ,

”হে আল্লাহ, নিশ্চই আমি তোমার নিকট চাই। আমি স্বাক্ষ্যদিচ্ছি একমাত্র তুমি আল্লাহ । তুমি ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নাই। তুমি মুখাপেক্ষিহীন। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি কারো থেকে জন্ম নেননি। তাঁর সমকক্ষ কেউ

---

[২৩]**মেশকাতুল মাসাবীহ** (হাদীস নং ৯৩০) , **তিরমিযী** (হাদীস নং ৩৪৭৬)

নেই। তারপর নবী (সাঃ) বললেন , **নিশ্চয় সে আল্লাহর এমন নামে ডেকেছে যে নামে চাওয়া হলে প্রদান করেন** ।[২৪] কি শব্দে প্রশংসা করতে হবে তা এখানে উল্লেখ নাই, তবে অন্য বর্ণনায় আছে যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রশংসা করতেন , এভাবে,

أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ[২৫].

অল্প কথায় نحمده و نصلي على رسوله الكريم

[২৪]**তিরমিযী** (হাদীস নং ৩৪৭৫), **ইবনে মাযাহ** (হাদীস নং ৩৮৫৭) **আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ** কর্তৃক বর্ণিত , হাদীসের মান সহীহ

[২৫]**আবু দাউদ** (হাদীস নং ২১১৮) তাহকীককৃত

বলা যেতে পারে, আল্লাহর যে প্রশংসা সহ দোয়া করতে হবে তা আমরা সূরা ফাতিহাতে পাই যাকে বলা যায় **(The Mother All dua)**

আপনি যত <u>বেশী প্রশংসা করুন না কেন</u> অথবা তাঁর (আল্লাহর) গুণবাচক নামে তাঁকে ডাকুন না কেন , আল্লাহ তা পছন্দ করেন।

আমরা যদি সূরা ফাতিহার দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে, কিভাবে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করতে হবে। যদি এভাবে দোয়া করা হয় তাহলে তুমি যা চাও তা কবুল করা হবে। সূরা ফাতিহা হল সকল দোয়ার নির্যাস।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, **অত্র সূরাটি (ফাতিহা) আমাকে উপহার দেয়া হয়েছে।**

ঠিক তেমনি প্রশংসা সহ গুণকীর্তন করা যেমনটি কোরআনে এবং রাসূলের পদ্ধতিতে রয়েছে, এই পদ্ধতিতে দোয়া করাই মুমিনের জন্য শ্রেয়। কারণ প্রশংসা ছাড়া আল্লাহ বান্দার প্রার্থনার জবাব দেন না । কোরানের আয়াত তেলোয়াতে আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। তাই দোয়া করার সময় কোরআন দিয়ে করাই উত্তম হবে যদি তা হাদীস দ্বারা প্রমানিত হয়।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করার সময় হাত উত্তোলন করতেন

রাসূলের (সাঃ) আসহাবদের বর্ণনায় রয়েছে যে, **রাসূলুল্লাহ (সাঃ)** হাত তাঁর কাঁধ বারাবরই উঠাতেন। [২৬] এটাই হাত তুলে ক্ষমা চাওয়ার পদ্ধতি যা রাসূল (সাঃ) করতেন ।

---

[২৬]**আবূ দাউদ (হাদীস নং ১৪৮৯)** আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন, (হাদীসটি **আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস** কর্তৃক বর্ণিত) রাসূল হাদীস ও আসহাবদের মতের ভিত্তিতে বিশুদ্ধ মত হল রাসূল নিশ্চিত রূপে **কাঁধ বরাবরই হাত উঠাতেন**। হাদীসে দু'আতে কাকুতি মিনতির সময় **দু' হাত প্রসারিত** করবে।

আল্লাহ বলেনঃ তুমি সংগোপনে ও সবিনয় চিত্তে তোমার প্রতিপালককে ডাক।[২৭]

আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে মানুষ অপরাধ করার পর অযু করলে, দু'রাকাত সালাত আদায় করলে আল্লাহ তাকে তার দোয়ার কারণে ক্ষমা করে দেন ।[২৮]

আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহ দিয়ে তাঁকে ডাকলে, ধারাবাহিক ভাবে পড়লে ও মুখস্ত করলে আল্লাহ তাকে জান্নাত দিবেন ।[২৯]

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) নীরবে ও দৃঢ়তার সাথে চাইতে বলেছেন। অতঃপর খেয়ার রাখতে হবে যেন তাড়াহুড়া না হয়ে যায়।[৩০]

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

তোমরা তোমাদের রবকে ডাক অনুনয় বিনয় করে ও চুপিসারে। নিশ্চয় তিনি পছন্দ করেন না সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে।

---

[২৭] **সূরা আ'রাফের** ২০৭ নং আয়াত

[২৮] **আবূ দাউদ (হাদীস ১৫২১) , তিরমিযী** (অধ্যায় : তাফসীর, সূরাহ আলে-'ইমরান, হাদীস নং ৩০০৬) তাহকীককৃত

[২৯] **বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত** (হাদীস নং ২২৮৭) বইয়ের শেষে আল্লাহর ৯৯ নাম আছে , দোয়ার সময় তা মুখস্ত রাখলে ও ব্যবহার করলে দোয়া কবুল হবে ।

[৩০] **আবূ দাউদ** (হাদীস ১৪৮৪) , (সূরা আরাফ ৫৫ নং আয়াত)

দোয়া কবুলের বিভিন্ন সময় ও স্থান

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইবাদতের জন্য **লাইলাতুল কদরকে** প্রধান্য দিতেন। ইহা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম রাত্রি। ইবাদতের জন্য এই রাত্রির চেয়ে আর কোন উত্তম রাত্রি নেই । এই রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সিজদা করতেন ও ইবাদত বন্দেগী করতে পরিবারকে আরজি করতেন।[৩১] তাই এই রাত্রিতে আল্লাহ অবশ্যই বান্দার আরজি রাখেন ,যা চান তাকে দান করেন।

অন্যত্র বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ তা'আলা **আরাফার দিন** সবচেয়ে বেশী জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের গৌরব করে বলেন, এরা যা চায় দেয়া হবে । রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আরাফায় দু'হাত তুলে দোয়া করতেন।

অনুরূপ ভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাফা মারওয়া পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হয়ে বলতেন ,

---

[৩১]বুখারী ও মুসলিম , মেশকাতুল মাসাবীহ (হাদীস নং ২০৮৬) ,সূরা ক্বাদর (৩ নং আয়াত)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

এই ভাবে দোয়া করলে কবুল হবে ইনশাল্লাহ। পূর্বোক্ত দুই স্থানে হাত তুলে দোয়া করার পর রাসূল (সাঃ) মক্কায় প্রবেশ করে **হাজারে আসওয়াদ** পাথর টিকে চুম্বন করতেন, অতঃপর বায়তুল্লার দিকে মুখ করে দোয়া করতেন।[৩২] অবশ্য বান্দার হাত তুলে কিছু চাওয়া হলে আল্লাহ তার থেকে মুখ ফেরান না । আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করেন ।

দোয়া কবুলের স্থান

যে সব স্থানে রাসূল হাত তুলে দোয়া করেছেন সেই জায়গায় হাত তোলার মানে হল , রাসূলের অনুসরণ করছি আর রাসূলের অনুসরনিই আল্লাহর সন্তুষ্টি।

---

[৩২]**আবু দাউদ** তাহকীক কৃত (হাদীস নং ১৮৭২) হাদীসে মান সহীহ , **তিনি দুই হাত উত্তোলন করে যতক্ষণ ইচ্ছে মহান আল্লাহর যিকির করলেন এবং দু'আ করলেন। আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) বলেন, এ সময় সিঁড়ি পাথর তার নীচে ছিলো। হাশিম (রহ.) বলেন, সেখানে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং তা ইচ্ছামত দু'আ করেন।**

সকল মুমিনেরই উচিৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাসূলের আনুসরণ করা ।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ জুমুয়ার দিন এমন এক সময় আছে যাতে বান্দাহ যা চায় প্রদান করা হয়। [৩৩] সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন সালাম বলেন ঃ নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌র কিতাবে জুম‘আর দিনে এমন একটি সময় পাই, যে সময়ে বান্দা সালাত আদায় করে প্রার্থনা করলে আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করেন।[৩৪] বিভিন্ন হাদীসের আলোকে দোয়া কবুলের একাধিক সময় এর ব্যাপারে মতামত আছে । আমার দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ মত হল, ইমাম সাহেবের মিম্বরে বসা থেকে **সালাতের শেষ পর্যন্ত (স্বল্প সময়ের জন্য) আগে** । মুসলিমের বর্ণনা রয়েছে আছর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

---

[৩৩] **তিরমীযী ইফা. (হাদীস ৪৯১)**, আবু হুরাইরা (রাঃ) **বলেন,** আমি আবদুল্লাহ ইবনু সালামের সাথে স্বাক্ষাত করে তাকে এ হাদীস প্রসঙ্গে জানালাম। তিনি বলেন, **আমি সে সময়টি জানি।** তিনি বললেন, **এ সময়টি আসরের পর হতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। আমি বললাম, তা কি করে আসরের পর হতে পারে? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা নামাযরত অবস্থায় এই মুহুর্তটি পেয়ে...। অথচ আপনি যে সময়ের কথা বলেছেন, তখন তো নামায আদায় করা হয় না।** 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননিঃ **যে ব্যক্তি নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকে প্রকারান্তরে সে নামাযের মধ্যেই থাকে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সেটাই এ সময়। আমার মতে সময়টি হল ইমাম খুতবা থেকে ইকামাত পর্যন্ত কারণ তা জুমার সালাতের সাথে সম্পর্কিত** ।

[৩৪] **সহীহ আবু দাঊদ ই. ফা. হাদীস নং** ১০৪৬, **মিশকাত** (হাদীস ১৩৫৯)

লেখকের মতামত

ওলামায় কেরামগন বলেন যে, এই সময় এর ব্যাপারে **সঠিক ও নির্ভূল মত ছাড়া কোন কিছু গ্রহণ করা যাবে না** । যে কোন বিষয় বস্তু হাদীসের সাথে মিল থাকা চাই, তাহলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে, ধারনা নির্ভর কথা থেকে বাঁচা যায়। আল্লাহ ও তার রাসূলের বিপরীতে চলা ঠিক নয়, তা অসমীচীন। তাই সামর্থ ও প্রামানিক দলিলের উপরই আমল করতে হবে। অন্যথায় সিরাতুর মুস্তাকিমের পথ থেকে অন্য পথে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তিন শ্রেণীর লোকের দোয়া ফেরত দেয়া হয় না , তম্মধ্যে একজন হচ্ছে **সিয়াম পালনকারী** । যতক্ষন না সে ইফতার করবে ।[৩৫] অন্য বর্ণনায় আছে , **রাসূলুল্লাহ (সাঃ)** জামারাতে পাথর নিক্ষেপের পর দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং অনুনয় বিনয়ের সাথে দোয়া করতেন । আরেক বর্ণনায় রয়েছে তিনি পশ্চিমমুখী হয়ে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন আর অনুনয় বিনয় করে প্রার্থনা করতেন ।[৩৬]

---

[৩৫] **ইবনে মাজাহ** 'ছিয়াম' অধ্যায়, **সনদ সহীহ** ।

[৩৬] **আবু দাউদ তাহকীককৃত** (হাদীস ১৯৭৩) 'মানাসিক ' অধ্যায় , **সনদ ছহীহ** ।

কোন ব্যাক্তি যদি অযু করে দোয়া পড়ে শেষ রাতে শোয় এবং শেষ রাতে উঠার জন্য পরস্পর প্রতিযোগীতা করে, শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আল্লাহ অবশ্যই তাকে তা প্রদান করেন।[৩৭]

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক রাত্রের দুই তৃতীয়াংশ পরে আল্লাহ নীচের আসমানে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন যে, কে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দেব, যে আমার নিকট চাইবে আমি তাকে তা দেব, ক্ষমা চাইলে মাফ করে দেব। [৩৮] **তাই শেষ রাত্র দোয়া কবুলের মোক্ষম সময় ,কারণ আল্লাহ বান্দার নিকটবর্তী থাকেন ।** একথা বর্ণিত আছে, যে রাসুলুল্লাকে (সাঃ) দোয়া কবুলের মোক্ষম সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রাসূল (সাঃ) বললেন, **শেষ রাত ও ফরজ নামাযের পর।** [৩৯] শেষ রাতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কিছু চাইলে তা কবুল হয়,এটা প্রমানিত।

---

[৩৭]**মুসনাদে আহমদ,আবু দাউদ তাহকীককৃত** (হাদীস ৫০৪২), মিশকাত- **১২১৫**

[৩৮]**(বুখারী ও মুসলিম)**, মিশকাত (হাদীস **১২২৩**)

[৩৯]**তিরমীযি, মিশকাত** (৯৬৮) ,সনদ হাসান আবূ ঈসা বলেন, **হাদীসটি হাসান।** আবূ যার ও ইবনু উমার (রাযিঃ)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেনঃ ... "**শেষ রাতের দু'আ বেশি উত্তম এবং কবুল হওয়ার আশা করা যায়** কিংবা এরূপ কিছু বলেছেন"।

যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সর্তক করেছেন

রাসূলুল্লাহর (সাঃ) হাদীসকে ত্রুটি মুক্ত রাখার জন্যে আর সহীহ হাদীসকে অগ্রধিকার দেয়ার উদ্দেশ্যই উক্ত কাজের মূলনীতি, অত্র লেখাটি সম্পূর্ণটাই আমি কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রমান করেছি।

কোন কিছু আমল করার পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে যে, তা বিশুদ্ধ কিনা । নাইলে মিথ্যারোপকারীদের অন্তর্ভূক্ত হতে হবে। এর প্রসার ও আমল করার পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে যে, তা রসূলুল্লাহ শেখানো পদ্ধতি কিনা। উপরোক্ত নির্দেশ গুলো ছিল বিশেষ করে হাদীস বর্ণনা কারীদে জন্য সতর্ক বাণী । তাকে সাধ্যানুযায়ী যাচাই বাছাই করতে হবে। অন্যথায় সে রাসূলের উপর মিথ্যারোপকারী সাব্যস্ত হবে। **আল্লাহ বলেনঃ তোমরা সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করিও না এবং জানিয়া শুনিয়া সত্য গোপন করিও না।**

হে, পরিত্রাণ দাতা হেদায়ত দানের পর আমাদের অন্তরকে বক্র করো না। দান কর আমাদের হেদায়ত,অন্তরের কালিমা বিদূরিত কর।

রাসূলুল্লাহ যে ভাবে দোয়া করতেন

উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যে **অযু করে** পরিপূর্ণ ভাবে অতঃপর **নিম্নের দোয়াটি** পাঠ করে

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

উচ্চারন

আশ্হাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু

অর্থাৎ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল।"[৪০] **তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে ।**

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

আল্লা-হুম্মাজ'আলনী মিনাত্ তাওওয়াবী-না ওয়াজ'আলনী মিনাল মুতাত্বাহ্হিরীন

---

[৪০]**মুসলিম** (হাদিস নং-৪৪৭) ইসলামিক ফাউন্ডশন বর্ণনকারী **উকবাহ ইবনু আমির (রা) সূত্রে। ইবন মাযাহ** (হাদীস নং ৪৭০) , **নাসায়ী (হাদীস নং ১৪৮) তিরমিজী** (হাদীস নং ৫৫) হাদীসের মান সহীহ।

“হে আল্লাহ, তুমি আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভূক্ত করো।”[৪১]

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

সুবহানাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লা আন্তা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা

অর্থঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোনো মা’বুদ নেই, তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমারই নিকট তাওবা করি।”[৪২]

---

[৪১] **তিরমিযী তাহকীক কৃত** (হাদীস নং ৫৫)
[৪২] **নাসাঈ**, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, পৃ. ১৭৩। আরও দেখুন, ইরওয়াউল গালীল, ১/১৩৫, ৩/৯৪।

ফাজর ও মাগরিবের সালাতের পর পাঠ করার দোয়া

আল্লাহ তা'আলা বলেন

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا

" তোমার রবের প্রশংসা কর পবিত্রতা বর্ণনার সাথে সাথে , সূর্য উঠার পূর্বে এবং সূর্য অস্তগামী হওয়ার পূর্বে। "[৪৩]

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,**ফজর ও মাগরিবের** সালাতের পর নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ

---

[৪৩]**সূরা ত্বাহা (আয়াত নং ১৩০) সহীহ হাদীসে এসেছে,** রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ " **তোমরা যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমাদের সালাতগুলো আদায়ের ব্যাপারে কোন প্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হতে মুক্ত হতে পার তবে তা কর;** অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সূরা ত্বাহার এ আয়াতটি বললেন। (সহীহ **বুখারীঃ ৫৭৩) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)** আরো বলেনঃ "যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে সালাত আদায় করবে সে জাহান্নামে যাবে না।" অর্থাৎ ফজর ও আসর। (মুসলিমঃ ৬৩৪) (তাফসীরে ইবন কাসীর)

الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ،يُحْيِي وَ يُمِيْتُ،
وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌:দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইয়ুহ্‌য়ী ওয়াইউমীতু ওয়াহুয়া ‘আলা কুল্লি শাই’ইন ক্বদীর

“আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোনো মা’বুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁর এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।”[৪৪]

যখন আযান শুনতে পাও তখন কি পড়বে

أَشْــهَدُ أَنْ لاَ إِلَــهَ إِلاَّ اللــهُ وَحْــدَهُ لاَ
شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،

---

[৪৪] **তিরমিযী (হাদীস ৩৪৭৪);** বর্ণনাকারী আবু যার-গিফারী (রাঃ), আবু ঈসা বলেন **হাদীসটি সহীহ হাসান গারীব।**

رَضِــيتُ بِاللــهِ رَبــاًّ، وَبِمُحَمَّــدٍ

رَسُوْلاً،وَبِالْإِسْلاَمِ دِيْناً

আশ্‌হাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু
ওয়াহ্‌:দাহু লা- শারীকা লাহু ওয়া আন্না
মুহ:াম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, রয়ীতু
বিল্লা-হি রব্বান, ওয়া বিমুহা:ম্মাদিন
রাসূলান, ওয়া বিলইসলা-মি দ্বীনান

মুয়াযযিনের সাক্ষ্য প্রদানের পর বলতে হবে "আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আর, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা এবং রাসূল। আমি আল্লাহকে প্রতিপালক এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-কে রাসূল এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে লাভ করে পরিতুষ্ট। তাহ'লে তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে'।[৪৫]
তারপর বলবে -

---

[৪৫] **মুসলিম** (হাদীস নং ৩৮৬), **মিশকাত** (হাদীস নং ৬৬১), **তিরমিযী** (হাদীস ২১০) **ইমাম তিরমিযী** বলেন, এ হাদীসটি **হাসান সহীহ,** তিনি একে **বুখারী** ও **মুসলিমের** শর্তে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য হয়েছেন।

اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ
الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداًنِ الْوَسِيْلَةَ
وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداًنِ الَّذِي
وَعَدْتَهُ

আল্লা-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ্ দা'ওয়াতিত্
তা-ম্মাতি ওয়াস্ সলা-তিল ক্বা-ইমাতি
আ-তি মুহ:াম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল
ফাযীলাতা ওয়াবআছহু মাক্ব-মাম
মাহ:মূদানিল্লাযী ওয়া'আদতাহ

"হে আল্লাহ! এ সার্বিক আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠিত নামাজের তুমিই প্রভু, মুহাম্মাদ (স)-কে ওসীলা এবং উচ্চতর মর্যাদা দান করো। আর, তাঁকে প্রশংসিত স্থানে পৌঁছিয়ে দাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছো।"[৪৬]

---

[৪৬] **বুখারী** (হাদীস নং ৬১৪), **মিশকাত** (হাদীস নং ৬৫৯)

মসজিদে যাওয়ার সময় পড়ার দু'আ

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِيْ نُوْراً، وَفِيْ لِسَانِيْ نُوراً، وَفِي سَمْعِي نُوْراً، وَفِي بَصَرِيْ نُوْراً، وَمِنْ فَوْقِي نُوْراً، وَمِنْ تَحْتِي نُوراً، وَعَنْ يَمِينِي نُوراً، وَعَنْ شِمَالِي نُوراً، وَمِنْ أَمَامِي نُوراً، وَمِنْ خَلْفِي نُوراً، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُوراً، وَأَعْظِمْ لِي نُوراً، وَعَظِّم لِي نُوراً، وَاجْعَلْ لِي نُوراً، وَاجْعَلْنِي نُوراً، اللَّهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْراً، وَاجْعَلْ فِي عَصَبِيْ نُوْراً، وَفِيْ لَحْمِيْ نُوراً، وَفِي دَمِيْ نُوْراً، وَفِي شَعْرِيْ نُوْراً، وَفِيْ بَشَرِي نُوْراً.

[اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِيْ نُوْراً فِي قَبْرِي... وَنُوراً فِي عِظَامِي وَزِدْنِي نُوراً، وَزِدْنِي نُوراً، وَزِدْنِي نُوراً]

[وَهَبْ لِي نُوراً عَلَى نُورٍ].

(আল্লা-হুম্মাজ'আল ফী ক্বলবী নূরান, ওয়া ফী লিসানী নূরান, ওয়া ফী সাম্'য়ী নূরান, ওয়া ফী বাসারী নূরান, ওয়া মিন ফাওকী নূরান, ওয়া মিন তাহ্তী নূরান, ওয়া 'আন ইয়ামীনী নূরান, ওয়া 'আন শিমালী নূরান, ওয়া মিন আমামী নূরান, ওয়া মিন খলফী নূরান, ওয়াজ'আল ফী নাফ্সী নূরান, ওয়া আ'যিম লী নূরান, ওয়া 'আয্যিম লী নূরান, ওয়াজ 'আল্ লী নূরান, ওয়াজ 'আলনী নূরান; আলা- -হুম্মা আ'তিনী নূরান, ওয়াজ'আল ফী 'আসাবী নূরান, ওয়া ফী লাহ্মী নূরান, ওয়া ফী দামী নূরান, ওয়া ফী শা'রী নূরান, ওয়া ফী বাশারী, নূরান)[আল্লা-হুম্মাজ'আল লী নূরান ফী কাবরী, ওয়া নূরান ফী 'ইযামী] [ওয়া যিদ্নী নূরান, ওয়া যিদ্নী নূরান, ওয়া যিদ্নী নূরান [ওয়া হাবলী নূরান 'আলা নূরিন]

"যে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরে এবং যবানে জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও, তুমি আমার শ্রবণ শক্তিতেও জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও, আমার দর্শন

শক্তিতে জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও, আমার ওপরে, আমার নীচে, আমার ডানে, আমার বামে, আমার সামনে, আমার পেছনে জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও। আমার আত্মায় জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও, আর জ্যোতিকে আমার জন্য অনেক বড় করে দাও। আমার জন্য জ্যোতি নির্ধারণ কর,আমাকে জ্যোতির্ময় করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জ্যোতি দান কর, আমার বাহুতে জ্যোতি দান কর, আমার মাংসে, আমার রক্তে, আমার চুলে, আমার চর্মে জ্যোতি দান কর।[৪৭]

["হে আল্লাহ! আমার জন্য আমার কবরে নূর দিন, আমার হাড়সমূহেও নূর দিন"][৪৮] ["আমাকে নূরে বৃদ্ধি করে দিন, আমাকে নূরে বৃদ্ধি করে দিন, আমাকে নূরে বৃদ্ধি করে দিন"][৪৯], **["আমাকে নূরের উপর নূর দান করুন"]**[৫০]

---

[৪৭] এ শব্দগুলোর জন্য দেখুন, **বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ১১/১১৬**, নং ৬৩১৬; মুসলিম, হাদীস নং ৭৬৩।

[৪৮] **তিরমিযী** ৫/৪৮৩, হাদীস নং ৩৪১৯।

[৪৯] **ইমাম বুখারী,** আল-আদাবুল মুফরাদ, নং ৬৯৫; পৃষ্ঠা ২৫৮;

[৫০] **ফাতহুল বারী,** ১১/১১৮

সালাত পর্ব

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)তাকবীরে তাহরীমার সময় যা বলতেন

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

সুবহ:া-নাকা-আল্লাহুম্মা ওয়া বিহ:ামদিকা ওয়া তাবা-রাকাস্‌মুকা ওয়া তা'আ-লা যাদ্দুকা ওয়ালা-ইলা-হা গাইরুকা

"হে আল্লাহ! তুমি পাক পবিত্র, সকল প্রশংসা তোমারই জন্য। তোমার নাম মহিমান্বিত, তোমার দয়া অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত এবং তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কোনো উপাস্য নেই।"[৫১]

---

[৫১] **তিরমিযী** (হাদীস ২৪৩),**আবু দাউদ** (হাদীস ৭৭৬) ,**মিশকাত** (হাদীস ৮১৫)

রাসূলুল্লাহ রুকু’র সময় তাসবীহ পড়তেন

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيم

(সুবহা:-না রব্বিয়াল আযীম)

“আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।”[৫২]

রাসূলুল্লাহ রুকু ও সিজদা বেশি বেশি বলতেন

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

সুবহ:া-নাকা-আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহ:ামদিকা, আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির লী

---

[৫২] **আবূ দাঊদ** (হাদীস নং ৮৭০),**তিরমিযী** (হাদীস নং ২৬২)

"হে আল্লাহ! আমাদের প্রভু। তোমার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করছি । হে আল্লাহ! আমাকে তুমি মাফ করে দাও।"[৫৩]

سُبُّوحٌ، قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ

সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালা-ইকাতি ওয়ার্‌রূহ

"ফেরেশতাকুল এবং জীবরাঈল (আ)-এর প্রতিপালক স্বীয় সত্তায় পূত, গুণাবলিতে পবিত্র।"[৫৪]

রাসূল (সাঃ) যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন বলতেন

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

(সামি 'আল্লা-হু লিমান হ:ামিদাহ্‌)

" যে আল্লাহর প্রশংসা করে, তিনি তার কথা শুনেন।"[৫৫]

---

[৫৩] **বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত** (হাদীস নং ৮৭১) 'রুকূ' অনুচ্ছেদ, পবিত্র কুরআনে **সূরা আন নাসর**-এর ৩ নং سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ আয়াতের উপর আমল করে উক্ত দু'আ তিনি রুকু ও সাজদাতে পড়তেন।

[৫৪] **মুসলিম** (হাদীস নং ৪৮৭) **আবূ দাউদ , মিশকাত** (হাদীস নং ৮৭২)

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

(রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু,)

“হে আল্লাহ, যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র তোমারই ।[৫৬]

রাসূল (সাঃ) যখন সিজদা করতেন তখন বলতেন

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

(সুবহ:া-না রাব্বিয়াল আ'লা)

“আমি আমার সর্বোচ্চ সম্মানিত প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি ।”[৫৭]

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ،

اللَّهُمَّ إغْفِرْ لِي

---

[৫৫] **বুখারী ,ফাতহুল বারী** (হাদীস ৭৯৬)

[৫৬] **বুখারী ফাতহুল বারী** (হাদীস ৭৯৬)

[৫৭] **আবু দাউদ** (হাদীস নং ৮৭০),**তিরমিযী** (হাদীস নং ২৬২) সনদ হাসান সহীহ

সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির লী

“হে আল্লাহ! আমাদের রাব্ব তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করি তোমার প্রশংসাসহ। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও।”[৫৮]

سُورَةُ النَّصۡرِ

فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ
وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابَۢا ٣

এই সূরা নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক সালাতের পর এই দো'আ পাঠ করতেন[৫৯]

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

---

[৫৮] **বুখারী (হাদীস নং ৭৯৪)**

[৫৯] **বুখারী** ৭৯৪, ৮১৭, ৪২৯৩, ৪৯৬৭, **মুসলিমঃ** ৪৮৪, **আবু দাউদঃ** ৮৭৭, **ইবনে মাজহঃ** ৮৮৯

আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন

দোয়া করার ব্যাপারে কোন কিছু চুরি করা যাবে না, মন গড়া কনো কিছু বলা যাবে না, সমাজে প্রচলিত এমন কথা বর্ণনা করা যাবে না , যা বিশুদ্ধ হাদীস কর্তৃক প্রমানিত নয়। ইমাম বুখারী কে আল্লাহ রহম করুন তার উপর শান্তি বর্ষন করুন । তার নীতিই সঠিক ছিল যে হাদীস তিনি বর্ণনা করেছেন তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বি নেই। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোন যোগ্য মা'বুদ নাই । স্বাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ (সাঃ) বান্দাহ ও রাসূল। কোরআন ও হাদীস ব্যতীত অন্য কোন দোয়া পড়া যাবে না। তিনি স্বীয় ইচ্ছায় আমার চক্ষু খুলে দিয়েছেন। আশ্রয় চাচ্ছি তাদের যারা হাদীসের ব্যাপারে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। পাশাপাশি আমার পাপরাশি ক্ষমা করে দাও। উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রতিয়মান হয় বুখারীই সঠিক বলেছেন আল্লাহ তাকে রহম করুন । হে প্রভু আমায় ক্ষমা কর।

অহীর বিধানই যাবতীয় দূর্বলতা ও ত্রুটি মুক্ত ,যা কিছু মুহাম্মদের উপর অবতীর্ণ কেবল তারই অনুসরন করবেন, অন্য কিছুর অনুসরণ করবেন না ।

কিছু কথা সহীহ বলে প্রমানিত হয়েছে সেগুলি স্বার্থান্বেষী মহল সে সমস্ত জাল হাদীস প্রচার করে। আবার কিছু জাল হাদীস বা কথা সহীহ বলে প্রচার করা হয়েছে।

উক্ত নির্দেশের সাথে সাথে সাবধান করা হয়েছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন অলিদেরকে অনুসরণ না করতে। আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরন করেন তবে যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। রাসূলের এর উপর মিথ্যারোপ করে অসংখ্য জাল হাদীস রচিত হয়েছে। মুহাদ্দিস গণের যুগ থেকেই তা প্রমানিত। মুসলমানরা এর প্রচার করা ও আমল করতে পারেন কি?

তাশাহ্‌হুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি ওয়াস্‌স্বলাওয়া-তু ওয়াত্বয়্যিবা-তু আস্‌সালা-মু ‘আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহ:মা‘তুল্লা-হি ওয়া বারকা-তুহু। আস্‌সা-লামু ‘আলাইনা ওয়া ‘আলা ইবাদিল্লা-হিস

সালেহ:ীন। আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান ‘আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু

”যাবতীয় ইবাদাত ও সালাত এবং সকল ভালো কাজ সমস্তই আল্লাহর জন্য, হে নবী, আপনার উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক, আমাদের পর এবং নেক বান্দাদের ওপর শান্তি অবতীর্ণ হোক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোনো মা’বুদ নেই এবং আরো স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।”[৬০]

রাসূলের (সাঃ) ওপর সালাত (দরূদ) পাঠ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

---

[৬০]মুসলিম (হাদীস নং ৭৮৭) ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হাদীস

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مَحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مَحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

(আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি 'আলা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা আ-লি মুহা:ম্মাদিন কামা স্বাল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আ-লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হা:মীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা বা-রকতা 'আলা ইবরাহীমা' ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হা:মীদুম মাজীদ)

"হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ (স) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি রহমত নাযিল করো যেমনটি করেছিলে ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপরে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসীত ও সম্মানীত।হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি বরকত নাযিল করো যেরূপ বরকত নাযিল করেছিলে ইব্রাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসীত ও সম্মানীত।"[৬১]

সালাম ফিরানোর পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন

أَسْتَغْفِرُ اللهَ

(আস্তাগফিরুল্লাহ্)

"আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ

---

[৬১]**বুখারী** (হাদীস ৩৩৭০), **মুসলিম** (হাদীস ৪০৬) , **মিশকাত** (হাদীস নং ৯১৯)

আল্লা-হুম্মা আনতাস সালা-মু ওয়া মিনকাস সালা-ম, তাবা-রাক্তা ইয়া যালজালা-লি ওয়াল-ইকরা-ম

“হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় আর তোমার নিকট হতেই শান্তির আগমন, তুমি কল্যাণময়, হে মর্যাদাবান এবং কল্যাণময়।”[৬২]

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،

লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মূলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাই’ইন ক্বদীর

[৬২]সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ৫৯১) হাদীস একাডেমী

“আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোনো
মা’বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক
নেই, রাজত্ব তাঁরই

এবং প্রশংসা মাত্রই

তাঁর, তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।
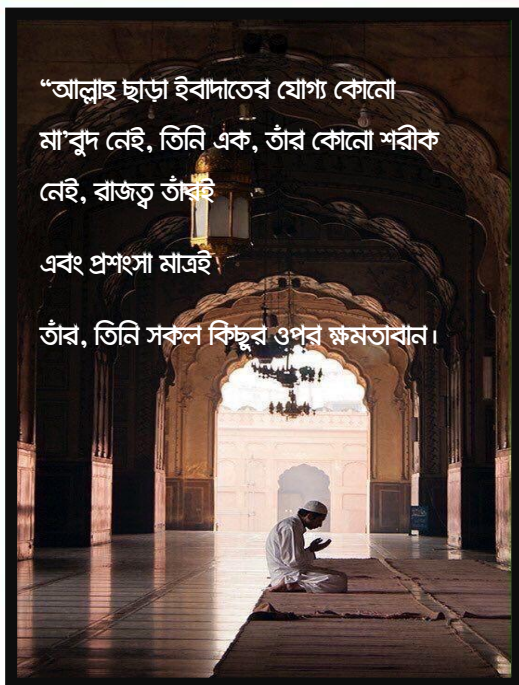
“আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোনো মা’বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। ”[৬৩]

---

[৬৩]**সহীহ মুসলিম (হাদীস ৫৯৪) ,**বর্ণনাকারীঃ **আবুয্ যুবায়র (রহঃ)** মাসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহ (كتاب المساجد ومواضِعِ الصلاة)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ، وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لاَحَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَ لَهُ الْفَضْلُ وَ لَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মূলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বদীর। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়াহু। লাহুন নি'মাতু ওয়া লাহুল ফাদলু, ওয়া লাহুছ্‌ছানাউদ হাসানু। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদ-দীন ওয়া লাও কারিহাল কাফিরূন

“আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সর্বশক্তিমান। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি, নেয়ামতসমূহ তাঁরই, অনুগ্রহও তাঁর এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আমরা তাঁর দেয়া জীবন বিধান একমাত্র তার জন্যই একনিষ্ঠভাবে মান্য করি, যদিও কাফেরদের নিকট তা অপ্রীতিকর।[৬৪]

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ

(সুবাহা-নাল্লাহি, ও আলহামদুল্লিাহ, ওয়াল্লা-হু আকবার।) (৩৩ বার পড়বে)

আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।

---

[৬৪] **মুসলিম** (হাদীস ৫৯৪) , **মিশকাত** (হাদীস ৯৬৩)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মূলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া ‘আলা কুল্লি শাই’ইন কাদীর

আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মা’বুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।”[৬৫]

মাগরিব ও ফজরের পর ৩ বার করে পড়বে

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَ لَهُ الْحَمْدُ،يُحْيِي وَ يُمِيتُ،

---

[৬৫]মুসলিম, ১ম খন্ড, (হাদীস ৪১৮); মিশকাত (হাদীস ৯৬৭)

وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইয়ুহ্‌য়ী ওয়াইউমীতু ওয়াহুয়া ‘আলা কুল্লি শাই’ইন ক্বদীর)

“আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোনো মা’বুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁর এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।[৬৬]

---

[৬৬] তিরমিযী হাদীস নং -৩৪৭৪, আহমাদ হাদীস নং ১৭৯৯০ আবু যার গিফারী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত , আবু ঈসা বলেন হাদীসটি হাসান গরীব

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সকাল ও সন্ধ্যায় যে আমল করতেন

প্রথমেই ক্ষমা চাচ্ছি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সেই সৃষ্টার কাছে আর ক্ষমা চাই এমন কাজ থেকে যাতে তিনি অসন্তুষ্ট হন । হে আল্লাহ তুমি আমাদের সকল অপরাধকে ক্ষমা কর এবং আমরা যে সকল কাজে সীমা লংঘন করেছি। হে আমাদের রাব্ব আমাদের উপর এমন বোঝা অর্পন করো না যা বহন করার ক্ষমতা আমাদের নাই । হে আল্লাহ, তুমি আমাদের ইহকাল ও পরকালে পূর্ণতা দান কর। কাজে ভুল ত্রুটি ক্ষমা কর। আমাদের আলোর পথে নিয়ে যাও। আমরা যদি ভুল করি অথবা ভুলে যাই তাহলে তুমি আমাদের আপরাধী কর না । তুমি তো আমাদের আভিভাবক।

কোরআন তেলোয়াতের

ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) বলতে শুনেছি

কোরআন সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা সম্পন্ন একটি গ্রন্থ । এটি মুবারকময় একটি গ্রন্থ। ইহা তেলোওয়াত কারীর জন্য সুপারিশ করবে। যারা কোরআনের উপর আমল করেছে তাদের মর্যাদার ব্যাপারে তাদের জানিয়ে দেয়া হবে। তাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে । কোরআন অনুযায়ী যারা আমল করেছে তাদের পক্ষে কোরআন জবাব দিহি করবে। কুরআনে প্রতিটি আয়াতিই ঐশ্বর্যমন্ডিত ও আল্লাহর দানের মহিমায় মহিমান্বিত । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন কোনটি কে উহার মর্যাদার কারণে কোনটি উপর প্রাধান্য দিয়েছেন । যে আল্লাহর কোরআনের একটি হরফ পড়বে তাকে তার বিনিময়ে নেকি দেয়া হবে। কাল কেয়ামতের দিন যারা কোরআন আমল করেছে তাদের হাযির করা হবে । কোরআনের আগে থাকবে **সূরা-বাকারা ও সূরা-ইমরান,** তারা তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে। অপর বর্ণনায়

আছে যে **সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত রাত্রে তেলোয়াত করবে তা তার জন্যে যথেষ্ট হবে** । আয়াতুল কুরসী তেলোয়াতের কথা অপর বর্ণনায় পাওয়া যায় , কোরানের শ্রেষ্ঠ আয়াত এটি। যা সালাতের পর বার বার তেলোয়াত করা হয় ।

কোরআনের বর্ণিত দোয়া গুলো পড়ার কারণে নেকি লাভ করা যায়, আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। যে ব্যক্তি কোরআন তেলোয়াত করে ও তেলোয়াতে পারদর্শি হয় কেয়ামতের দিন তাদের সাথে অনুগত সম্ভ্রান্ত ফেরেশতারা থাকবেন। তাদের দয়া করা হবে । আর যে ব্যক্তি কোরাআন তেলোয়াত করে এবং করতে গিয়ে আটকে যায় তার জন্য রয়েছে দ্বিগুন সওয়াব। **সূরা বাকারা শেষ দু' আয়াত**

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ

اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ

رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَکَ رَبَّنَا وَاِلَیْکَ

الْمَصِیْرُ

সূরা বাকারার শেষ আয়াত

لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا کَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا

اکْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِیْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا

تَحْمِلْ عَلَیْنَاۤ اِصْرًا کَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ

لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ

الْکٰفِرِیْنَ

আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং সে যা কামাই করে তা তার উপরই বর্তাবে। হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন

আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের উপর দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব আপনি কাফির

সম্প্রাদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সূরা ও আয়াতের ফযীলত

রাতে **সূরা-কাহাফ** পড়লে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রহমত অবতীর্ণ হয়।[৬৭]যারা **সূরা বাক্বারাহ** এবং **আলে ইমরান** তেলাওয়াত করবে তাদের জন্য এ সূরা দু'টি ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট সুপারিশ করবে এবং সূরা দু'টি ক্বিয়ামতের মাঠে ছায়া হিসাবে থাকবে[৬৮] ।

যে ব্যক্তি শোয়ার সময় **আয়াতুল কুরসী** পড়বে শয়তান সারা রাত তার নিকটে যাবে না [৬৯]।

যে ব্যক্তি রাতে **সূরা বাক্বারাহ্‌র** শেষ দু'আয়াত তেলাওয়াত করবে সে ব্যক্তি সারারাত বিপদমুক্ত থাকবে [৭০]।

---

[৬৭]**বুখারী, মুসলিম,মিশকাত** (হাদীস নং ২১২৬)

[৬৮]**মুসলিম, মিশকাত** (হাদীস নং ২১২০)

[৬৯]**বুখারী, মিশকাত** (হাদীস নং ২১২৩)

[৭০]**বুখারী, মুসলিম, মিশকাত** (হাদীস নং ২১২৫)

সূরা ইখলাছ কুরআনের তিনভাগের একভাগ অর্থাৎ তিনবার সূরা ইখলাছ পাঠ করলে একবার কুরআন তেলাওয়াতের নেকী পাওয়া যাবে। যে ব্যক্তি **সূরা মুলক** পড়বে ক্বিয়ামতের দিন এ সূরা তার জন্য ক্ষমা হওয়া পর্যন্ত সুপারিশ করতে থাকবে[৭১]

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ . لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَۃٌ وَّ لَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ مَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَ لَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا

---

[৭১] **আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ,ইবনু মাজাহ, মিশকাত** (হাদীস নং ২১৫৩)।

شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যূমু লা তা'খুযুহু সিনাতুঁও ওয়ালা নাউম। লাহু মা-ফিস্‌সামা-ওয়া-তি ওয়ামা ফিল আরদ্বি। মানযাল্লাযী ইয়াশফা'উ 'ইনদা ইল্লা বিইযনিহী। ইলা'লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খালফাহুম। ওয়ালা ইয়ুহীতুনা বিশাইইম মিন্ ইলমিহী ইল্লা বিমা শা-আ। ওয়াসি'আ কুরসিয়্যুহুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্ব ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়া হুয়াল আলিয়ূল 'আযীম

"আল্লাহ তিনি , যিনি ছাড়া সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তাঁকে কোন রূপ তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে , সবই

তাঁরই। তার হুকুম ব্যতীত এমন কে আছে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? আগে এবং পিছের সবকিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারে না, কেবল যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর অরশ সমস্ত আকাশ পৃথিবীকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সে গুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়, তিনি সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা মহান।"[৭২]

আয়াতের ফযীলত

প্রত্যেক ফরয সালাত শেষে **আয়াতুল কুরসী** পাঠ কারীর। জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আর কোন বাধা থাকে না,মৃত্যু ব্যতীত।[৭৩]শয়নকালে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার হেফাজতের জন্য একজন ফেরেশতা পাহারায় নিযুক্ত থাকেন।[৭৪] রাসূল (সাঃ) সালাতের পর **আয়াতুল কুরসী** পাঠ করতেন ।[৭৫] আয়াতুল কুরসী কোরানের এমন এক আয়াত যার সমকক্ষও অন্য কোন আয়াত কোরআনে নেই । এর মর্যাদা সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষ মহান । রসূলুল্লাহ

---

[৭২]সূরা বাকারা ২ঃ২৫৫ (আয়াতুল কুরসী)
[৭৩] নাসাঈ
[৭৪] বুখারী (ফাতহুল বারী) , হাদীস নং ২৩১১
[৭৫] নাসাঈ

(সাঃ) বলেছেনঃ হে আবূল মুনযির! তুমি কি বলতে পারো তোমার জানা আল্লাহর কিতাবের কোন্ আয়াতটি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ? এবার আমি বললাম, ‘‘*আল্ল-হু লা- ইলা-হা ইল্লা-হুওয়াল হাইয়্যুল কইয়ূম।*’[৭৬]

সূরা ইখলাস

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ

---

[৭৬] **মিশকাত** (২১২২ নং হাদীস) **মুসলিম** ৮১০, **আবূ দাউদ** ১৪৬০, **আহমাদ** ২১২৭৮

الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন। এ সূরা হচ্ছে সমগ্র কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ। আল্লাহুস সমাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ। ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ

“তুমি বল, আল্লাহ এক, আল্লাহ এমন এক সত্তা, যার নিকট সবকিছুই মুখাপেক্ষী, তিনি জন্ম দেননি এবং জন্ম নেননি। আর তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।”

সূরা নাস

بِسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۝ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۝ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ۝ مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ ۝ ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۝ مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম (কুল ‘আউযু বিরাব্বিনা-স। মালিকিন্না-স্, ঈলা-হিন্না-স্, মিন শাররিল ওয়াসওয়া-সিল খান্না-স্, আল্লাযি ইউওয়াসউইসু ফী সুদুরিন্ না-স, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্না-স)

“বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা’বুদের, তার অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, সে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জ্বিনদের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।”

সূরা ফালাক

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُبِرَبِّ الْفَلَقِ۝مِن شَرِّمَا خَلَقَ۝
وَمِن شَرِّغَاسِقٍ إِذَاوَقَبَ۝ وَمِن شَرِّالنَّفَّاثَاتِ
فِي الْعُقَدِ۝ وَمِن شَرِّحَاسِدٍإِذَاحَسَدَ۝

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক্ব। মিন শাররি মা খলাক্ব। ওয়া মিন শাররি গা-সিক্বিন ইযা ওয়াক্বাব। ওয়া মিন শাররিন নাফ্‌ফা-সা-তি ফিল উক্বাদ। ওয়া মিন শাররি হা-সিদিন ইযা হাসাদ

"বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে। অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে যখন তা সমাগত হয়। গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে যাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।"

আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, প্রতি রাতে **রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** শয্যা গ্রহনকালে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে দু'হাত একত্রিত করে হাতে ফুঁক দিয়ে সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। মাথা ও মুখ থেকে শুরু করে তাঁর দেহের সম্মুখভাগের উপর হাত বুলাতেন এবং তিনবার করে এরূপ করতেন।[৭৭]

দোয়ায় কুনুত

اَللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي

---

[৭৭] **সহীহ বুখারী** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন), হাদিসের মানঃ সহিহ, বর্ণনাকারীঃ **আয়িশা (রাঃ)** , ৫৩/ ফাজায়ীলুল কুরআন (كتاب فضائل القرآن)

فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيشَرَّ مَاقَضَيْتَ، فَإِنَّكَ
تَقْضِي وَلاَيُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ
وَالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، ت

بَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

(আল্ল-হুম্মাহদিনী ফীমান হাদাইতা ওয়া 'আ-ফিনী ফীমান 'আ-ফাইতা ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা ওয়াবা-রিক লী ফীমা আ'ত্বাইতা ওয়াক্বিনী শাব্‌রা মা ক্বদাইতা ফাইন্নাকা তাক্বদ্বী ওয়ালা উইক্বদ্বা 'আলাইকা। ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লা মান ওয়া-লাইতা, [ওয়ালা ইয়া'ইয্যু মান 'আ-দাইতা।] তাবারক্‌তা রব্বানা ওয়া তাআ-লাইতা)

"হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে হেদায়েত করেছ, আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো, তুমি যাদেরকে, নিরাপদে রেখেছ আমাকে তাদের দলভুক্ত করো। তুমি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো আমাকে তাদের দলভুক্ত করো। তুমি

আমাকে যা দিয়েছ তাতে বরকত দাও। তুমি যে অমঙ্গল নির্দিষ্ট করেছ তা হতে আমাকে রক্ষা করো। কারণ, তুমিই তো ভাগ্য নির্ধারণ করো। তোমার ওপরে তো কেউই ভাগ্য নির্ধারণ করার নেই। তুমি যার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো সে কোনো দিন অপমানিত হবে না এবং তুমি যার সাথে শত্রুতা করেছো সে কোনো দিন সম্মানিত হতে পারে না। হে আমাদের প্রভু! তুমি বরকতপূর্ণ ও সুমহান।"[৭৮]

রাসূল যে শিখিয়েছেন সে ভাবেই দোয় করা মুমিনের জন্য শ্রেয় , পদ্ধতি গত ভাবে আল্লাহর কাছে কি ভাবে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় তা রসূল শিখিয়েছেন । নবীদের পূর্ণ আনুগত্যই আল্লাহ সন্তুষ্টি । নবী আমাদের শিক্ষক । তিনি যে পদ্ধতিতে শিখিছেন তার পূর্ণ অনুসরন ছাড়া দোয়া পূর্ণাংগ হবে না ।

اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى

---

[৭৮] **আবু দাউদ** (হাদীস ১৪২৫), **তিরমীযি (হাদীস নং ৪৬৪)**, ইমাম তিরমীযি বলেন হাদীসটি হাসান এবং সহীহ , **ইবন মাযাহ** (হাদীস নং ১১৮৭)

عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالكَافِرِينَ مُلْحَقٌ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَلاَ نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَخْضَعُ لَكَ، وَنَخْلَعُ مَنْ يَكْفُرُكَ

আল্লা-হুম্মা ইয়্যাকা না‘বুদু, ওয়ালাকা নুসাল্লী, ওনাসজুদু, ওয়া ইলাইকা নাস‘আ, ওয়া নাহ্‌ফিদু, নারজূ রাহ্‌মাতাকা, ওয়া নাখশা ‘আযা-বাকা, ইন্না ‘আযা-বাকা বিলকাফিরীনা মুলহাক্ব। আল্লা-হুম্মা ইন্না নাসতা‘ঈনুকা ওয়া নাসতাগফিরুকা, ওয়া নুসনী ‘আলাইকাল খাইরা, ওয়ালা-নাকফুরুকা, ওয়ানূ’মিনু বিকা, ওয়া নাখদ্বা‘উ লাকা, ওয়ানাখলা‘উ মাই ইয়াকফুরুকা।

“হে আল্লাহ! আমরা আপনারই ইবাদত করি; আপনার জন্যই সালাত আদায় করি ও সিজদা করি; আমরা আপনার দিকেই দৌড়াই এবং দ্রুত অগ্রসর হই; আমরা আপনার করুণা লাভের

আকাংখা করি এবং আপনার শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয় আপনার শাস্তি কাফেরদেরকে পাবে।”

“হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা আপনার কাছে সাহায্য চাই, আপনার কাছে ক্ষমা চাই, আপনার উত্তম প্রশংসা করি, আপনার সাথে কুফরি করি না, আপনার উপর ঈমান আনি, আপনার প্রতি অনুগত হই, আর যে আপনার সাথে কুফরি করে আমরা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি।”

রাসূলুল্লাহর এর রাত্রিকালিন ইবাদত

لَا إِلهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَسُبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلَا إِلهَ إِلَّا اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّهِ رَبِّ اغْفِرْ لِي

লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মূলকু, ওয়ালাহুল

হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শায়্যিন ক্বদীর। সুবহা-নাল্লাহি, ওয়ালহামদু লিল্লাহি, ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লা-হু আকবার ওয়া লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হিল 'আলিয়্যিল 'আযীমি রাব্বিগফিরলী।

আল্লাহর **প্রশংসা** ও **গুণকির্তন**

" আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো মা'বুদ নেই, **তাঁর কোনো শরীক নেই,** রাজত্ব ও সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য এবং তিনি সকল বস্তুর ওপর এবং **সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য** । আল্লাহ ছাড়া সত্যি ক্ষমতাশীল ।আমার আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি কারের কোনো মা'বুদ নেই, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ ছাড়া পাপকাজ থেকে বেঁচে থাকার সামর্থ্য নেই। (তারপর এ বলে দু'আ করে) হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর ।" বর্ণনাকারী এ স্থলে বলেছেন **দু'আ করলে দু'আ কবুল হবে**।[৭৯]

অতঃপর নবীজী যখন **তাহাজ্জুদ** নামাজ পড়তে রাতে উঠে পড়তেন, তখন তিনি বলতেন,

[৭৯]বুখারী (হাদীস নং ১১৫৪), মিশকাত (হাদীস নং ১২১৩) 'রাতে জাগ্রত হয়ে দো'আ' অনুচ্ছেদ, 'ছালাত' অধ্যায়)।

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ، لَك مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ـ أَوْ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

আল্লাহুম্মা লাকাল-হামদ। আনতা কাইয়িমুস-সামাবতী ওয়াল-আরদ ওয়া

মান ফিহিন্না। ওয়ালকাল-হামদ, লাকা মুলকুস-সামাওয়াতী ওয়াল-আরদী ওয়া ম্যান ফিহীন্না। ওয়ালকাল-হামদ, আন্তা নুরুস-সামাবতী ওয়াল-অর্দ। ওয়া লখালহামদ, আনতা-ল-হক ওয়া ওয়াড়ুকা-লাহাক, ওয়া লিকাআউকা হক, ওয়া কোয়ালুকা হক, ওয়াল-জান্নাতু হান ওয়ান-নুরু হক হক ওন্নবিয়ুন হক। ওয়া মুহাম্মাদ, সাল্লাল-লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম, হক, ছিলেন-সাআতু হক। আল্লাহুম্মা আসসাল্টু লাকা ওয়াবিকা আমান্টু, ওয়া 'আলাইকা ত্বাক্কালতু, ওয়া ইলাইকা আনবতু ওয়া বিকা খসামতু, ওয়া ইলাইকা হাকমতু ফগফির লি মা কাদ্দামতু ওমা আখ-খার্তু ওমা আস-ররতু ওয়ামা'আ লান্টু, আন্ত-ওয়া-ল-মুক -খির, লা ইলাহা ইল্লা আন্তা (বা লা ইলাহা ঘাইরুকা)

‘‘হে আল্লাহ্! আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, আপনি আসমান যমীন ও এ দু’য়ের মাঝে বিদ্যমান সব কিছুর নিয়ামক এবং আপনারই জন্য সমস্ত

প্রশংসা। আসমান যমীন এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান সব কিছুর কর্তৃত্ব আপনারই। আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আপনি আসমান যমীনের নূর। আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আপনি আকাশ ও যমীনের মালিক, আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আপনিই চির সত্য। আপনার ওয়াদা চির সত্য; আপনার সাক্ষাৎ সত্য; আপনার বাণী সত্য; জান্নাত সত্য; জাহান্নাম সত্য; নবীগণ সত্য; মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য, কিয়ামত সত্য। **ইয়া আল্লাহ্! আপনার নিকটই আমি আত্মসমর্পণ করলাম;** আপনার প্রতি ঈমান আনলাম; আপনার উপরেই তাওয়াক্কুল করলাম, আপনার দিকেই রুজূ‘ করলাম; আপনার (সন্তুষ্টির জন্যই) শত্রুতায় লিপ্ত হলাম, আপনাকেই বিচারক মেনে নিলাম। তাই আপনি আমার পূর্বাপর ও প্রকাশ্য গোপন সব অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনিই অগ্র পশ্চাতের মালিক। আপনি ব্যতীত সত্য প্রকৃত কোন ইলাহ্ নেই, অথবা (অপর বর্ণনায়) আপনি ব্যতীত প্রকৃত কোন সত্য মা‘বূদ নেই।[৮০]

---

[৮০] বর্ণনাকারীঃ **আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) সহীহ বুখারী** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন (৬৩১৭, ৬৩৮৫, ৭৪৪২, ৭৪৯৯; মুসলিম ৬/৩, হাদীস ৭৬৯, আহমাদ- ২৮১৩) ,**তাহাজ্জুদ বা রাতের সালাত** (كتاب التهجد) দোয়াটি সূরা ফাতিহার আবহে সাজানো ,সূরা ফাতিহার বিস্তারিত স্ববিস্তারে বর্ণনা করা হয় এরকম হবে

তাহাজ্জুত সালাতের পূর্বে তেলাওয়াত ও তাসবীহ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বিছানা থেকে উঠে সূরা **আলে ইমরানের শেষ রুকূ** পাঠ করতেন [৮১]

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۝الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰي جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۱۹۱رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ۭ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۱۹۲رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ڰ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۱۹۳رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰي رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭاِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۱۹٤فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ

---

[৮১] **বুখারী, মুসলিম,** মিশকাত হাদীস নং ১১৯৫

وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ١٩٥ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ١٩٦ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۣ ثُمَّ مَاْوٰىھُمْ جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ١٩٧ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّھُمْ لَھُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۭ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ١٩٨ وَاِنَّ مِنْ اَھْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَـمَنًا قَلِيْلًا ۭ اُولٰۗىِٕكَ لَھُمْ اَجْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ١٩٩ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۣ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٢٠٠ۧ

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বিছানা থেকে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে সূরা আলে **ইমরানের শেষ রুকূর প্রথম পাঁচ আয়াত পাঠ করতেন।**[৮২]

[৮২] মিশকাতুল মাসাবীহ (হাদীস নং ১২০৯), হাদীছ ছহীহ

কোনো সম্প্রদায়কে ভয় করলে যা বলবে
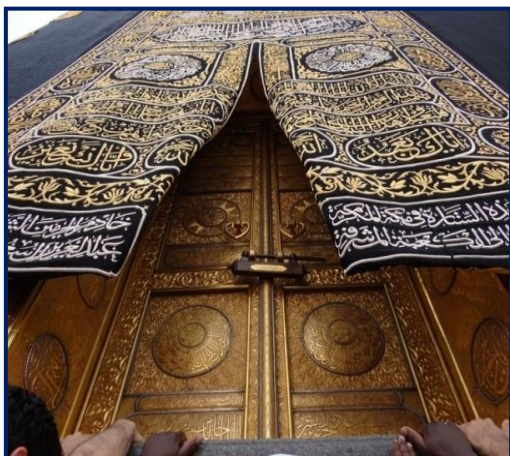
اَللَّهُمَّ اكْفِنِيهِم بِمَاشِئْتَ

(আল্ল-হুম্মাকফিনীহিম বিমা শি'তা)

হে আল্লাহ! তোমার যেভাবে ইচ্ছা তুমি আমাকে তাদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করো।[৮৩]

---

[৮৩] **মুসলিম ৩০০৫** (হাদীসের সার সংক্ষেপ) ,বর্ণনাকারীঃ **সুহায়ব আর্ রূমী** (রাঃ)

রোগী দেখতে যাওয়ার নিয়ম

একবার **রাসূলুল্লাহ (সাঃ)** একজন রোগীকে দেখতে গেলেন , তাঁর নিয়ম এই ছিল যে তিনি যখন কোন রোগী কে দেখতে যেতেন তখন বলতেন -

لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ

(লা বা'সা তুহরুন ইন শা-আল্লা-হ) ।

"কোনো ভয় নেই, ইনশাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে।"[৮৪] **রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন**

কোন মুসলিম যখন তার কোন রুগ্ন মুসলিম ভাই কে দেখতে যায় ,ফিরে না আসা পর্যন্ত সে জান্নাতের খুরফার মধ্যে অবস্থান করতে থাকে।জিজ্ঞাসা করা হল হে আল্লাহর রসূল জান্নাতের খুরফা কি? রাসূল (সাঃ) বললেন,তার ফলমূল।[৮৫]

---

[৮৪] বুখারী (ফাতহুল বারী), (হাদীস ৩৬১৬)
[৮৫] তিরমীযী

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মৃত্যুর সময়

তাঁর দু'হাত পানিতে প্রবেশ করিয়ে তা দিয়ে তাঁর চেহারা মুছছিলেন এবং বলছিলেন,

لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ اللـــهُ، إِنَّ لِلْمَـــوْتِ لَسَكَرَاتٍ

লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ইন্না লিল মাওতি সাকারা-তিন

"আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই, নিশ্চয় মৃত্যুর জন্য ভয়াবহ কষ্ট রয়েছে।"[৮৬]

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لاَ إِلَهَ

---

[৮৬] **বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ)**, (হাদীস নং ৪৪৪৯); তবে হাদীসে মিসওয়াকের উল্লেখও এসেছে।

إِلاَّ اللهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু লাহুল মুলকু ওয়ালহুল হামদু, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ

"আল্লাহ পাক ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, আল্লাহ পাক মহান, আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য, কোনো মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই, রাজত্ব তাঁরই, আর প্রশংসা মাত্রই তাঁর। আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোনো মা'বুদ

নেই, পাপ কাজ হতে বেঁচে থাকার এবং সৎ কাজ করারও কারো ক্ষমতা নেই।[৮৭]

রাসূলুল্লাহ চাঁদের দিকে তাকিয়ে দোয়া পড়তেন

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُمَّ أَهِّلْهُ عَلَيْنا بِالْأَمْنِ وَ الْإِيمَانِ، وَ السَّلاَمَةِ و الْإِسْلاَمِ، وَ التَّوْفِيقِ لِماَ تُحِبُّ رَبَّناَ وَ تَرْضَى، رَبُّناَ وَ رَبُّكَ اللهُ

আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহু ‘আলাইনা বিলাহামনি ওয়ালঈমানি

[৮৭] **হাদীসটি ইমাম তিরমিযী সংকলন করেছেন,** হাদীস নং ৩৪৩০; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৭৯৪; (হাদীস একাডেমী)

ওয়াস্‌সালা-মাতি ওয়াল-ইসলা-মি, ওয়াতাওফীকি লিমা তুহিব্বু রব্বানা ওয়া তারদ্বা, রব্বুনা ওয়া রব্বুকাল্লাহ

"আল্লাহ সবচেয়ে বড়, হে আল্লাহ! এ নতুন চাঁদকে আমাদের নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে এবং যা তুমি ভালোবাস, আর যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও, সেটাই আমাদের তাওফীক দাও। আল্লাহ আমাদের এবং তোমার (চাঁদের) প্রভু।"[৮৮]

রাসূলুল্লাহ বিপদের সময় বলতেন

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظيمِ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ، وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ

ইফতারের সময় রোযাদারের দু'আ

[৮৮] **তিরমিযী** ৫/৫০৪, হাদীস নং- ৩৪৫১; **আদ-দারিমী,** শব্দ তাঁরই, ১/৩৩৬। আরো দেখুন, **সহীহুত তিরমিযী,** ৩/১৫৭।

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَ ابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَ ثَبَتَ ٱلْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

যাহাবাল-যাম্মাউ ওয়য়াবতাল্লাতিল ‘উরূকু ওয়া সাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লা-হু

“পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, ধমনীগুলো সিক্ত হয়েছে, সওয়াব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইনশাআল্লাহ।”

রাসূল (সাঃ) বিবাহিত ব্যক্তিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলতেন

بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

বা-রকাল্লা-হু-লাকা ওয়াবা-রকা ‘আলাইকা ওয়া জামা’আ বাইনাকুমা ফী খয়রিন্

“আল্লাহ তোমাকে বরকত সমৃদ্ধ করুন, আর তোমাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে কল্যাণমূলক কর্মে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত ও মিল মহাব্বতের সাথে জীবন যাপনের সামর্থ প্রদান করুন।”

রাসূল (ছাঃ) যখন সফরের উদ্দেশ্যে উটের পীঠে আরোহন করতেন তখন বলতেন

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ ﴿سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقۡرِنِينَ ١٣ وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ١٤﴾ اَللَّهُمَّ إِناَّ نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِناَ هَذاَ الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ ماَ تَرْضَى، اَللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْناَ سَفَرِناَ

هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ،اَللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِوَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ

(আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার। সুবহা-নাল্লাযী সাখ্খারা লানা হা-যা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীনা। ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা মালুনাক্বালিবূন। আল্লা-হুম্মা ইন্না নাস'আলুকা ফী সাফারিনা হা-য়াল-বিররা ওয়াত্তাকওয়া, ওয়ামিনাল 'আমালি মা তারদ্বা। আল্লা-হুম্মা হাউইন 'আলাইনা সাফারানা হা-যা ওয়াতউই 'আন্না বু'দাহু। আল্ল-হুম্মা আনতাস সা-হিবু ফিস সাফারি ওয়াল-খালীফাতু ফিল আহলি। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন ওয়া'আছা-ইস্ সাফারি ওয়া কা'আবাতিল মানযারি ওয়া সূ-ইল মুনক্বালাবি ফিল মা-লি ওয়াল আহল)

"তিনবার **"আল্লাহু আকবার"** (তারপর এ দু'আ পড়তেন) পাক পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি আমাদের জন্য এটাকে বশীভূত করে দিয়েছেন । যদিও আমরা এটাকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না, আর আমরা অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব আমাদের প্রতিপালকের নিকট।" হে আল্লাহ! আমাদের এ সফরে আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই পুণ্য আর তাকওয়ার জন্য এবং আমরা এমন আমলের সামর্থ্য তোমার কাছে চাই, যা তুমি পছন্দ করো। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এ সফরকে সহজ সাধ্য করে দাও এবং এর দূরত্বকে আমাদের জন্য হ্রাস করে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই এ সফরে আমাদের সাথে, আর (আমাদের গৃহে রেখে আসা) পরিবার পরিজনের তুমি (খলিফা) রক্ষণাবেক্ষণকারী। হে আল্লাহ! আমরা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের ক্লেশ হতে এবং অবারিত কষ্টদায়ক দৃশ্য দর্শন হতে এবং সফর হতে প্রত্যাবর্তনকালে সম্পদ ও পরিবজনের ক্ষয়ক্ষতির অনিষ্টকর দৃশ্য দর্শন হতে।"

আর **নবী (সাঃ)** সফর থেকে ফেরার সময়ও তা পড়তেন এবং তাতে যোগ করতেন,

آيِبُونَ تائِبُونَ، عابِدُونَ، لِرَبِّنَا حامِدُون

আ-ইবূনা তা-ইবূনা ‘আ-বিদূনা,
লিরব্বিনা হা:-মিদূন

“আমরা (এখন সফর হতে) প্রত্যাবর্তন করছি তাওবা করতে করতে ইবাদতরত অবস্থায় এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসা করতে করতে।”[৮৯]

মুক্বীম বা অবস্থানকারীদের জন্য মুসাফিরের দু’আ

সফরকারী ব্যক্তি গৃহে অবস্থানকারীদের জন্য দো’আ করবেন,

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ الَّذِي لاَ تَضِيعُ

---

[৮৯] মুসলিম ২/৯৭৮, হাদিস নং-১৩৪২।

وَدَائِعُهُ

আস্তাউদি'উ কুমুল্লা-হাল্লাযী লা তাদ্বীউ ওয়াদা-ই'উহু

"আমি তোমাদেরকে সে আল্লাহর হেফাযতে রেখে যাচ্ছি যার হেফাযতে অবস্থানকারী কেউই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।"[৯০]

মুসাফিরের জন্য মুক্বীম বা অবস্থানকারীর দু'আ

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَواتِيمَ عَمَلِكَ

আস্তাউদি'উল্লা-হা দীনাকা ওয়া আমা-নাতাকা ওয়া খাওয়া-তীমা 'আমালিকা

---

[৯০]আহমাদ ২/৪০৩, হাদীস নং-৯২৩০; ইবন মাজাহ, ২/৯৪৩, হাদীস নং- ২৮২৫। আরো দেখুন, সহীহ ইবন মাজাহ্‌ ২/১৩৩।

"আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানতসমূহ এবং তোমার আমলের সমাপ্তি পর্যায়কে আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিচ্ছি।"

সফর থেকে ফেরার যিক্র

প্রতিটি উঁচু স্থানে **তিনবার তাকবীর** দিবে, তারপর বলবে,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বদীর, আ-ইকুনা, তা-ইকুনা,

'আবিদূনা, লি রব্বিনা হামিসূন।
সদাক্বাল্লা-হু ওয়া'দাহু, ওয়া নাসারা
'আবদাহু ওয়া হাযামাল আহবাবা
ওয়াহদাহু

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত, **রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** যখন কোনো যুদ্ধ হতে অথবা হজ্ব হতে প্রত্যাবর্তন করতেন প্রতিটি উঁচু স্থানে আরোহণকালে তিনবার **"আল্লাহ আকবার"** তাকবীর বলতেন, অতঃপর বলতেন : **"আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই, তিনি এক, তার কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, তার প্রশংসামাত্র তাঁরই। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান**। আমরা (এখন সফর থেকে) প্রত্যাবর্তন করছি তাওবা করতে করতে ইবাদাতরত অবস্থায় এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসা করতে করতে। আল্লাহ তাঁর

অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করেছেন।”[৯১]

আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় যিকির

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, “দুটি বাক্য এমন রয়েছে, যা যবানে সহজ, মীযানের পালায় ভারী এবং করুণময় **আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়**। আর তা হচ্ছে,

---

[৯১]নবী (সা) যখন কোন যুদ্ধ অথবা হজ্জ থেকে ফিরতেন, তখন এগুলো বলতেন। বুখারী, ৭/১৬৩, হাদীস নং- ১৭৯৭; মুসলিম, ২/৯৮০, হাদীস নং- ১৩৪৪।

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ

সুব্‌হানাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী,
সুব্‌হানাল্লরা-হিল ‘আযীম

“আল্লাহর প্রশংসা করার সঙ্গে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, কি পবিত্র মহান আল্লাহ।”[৯২]

(সর্বশ্রেষ্ঠ দু’আ হল)

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

(আলহামদুলিল্লাহ)
“সকল প্রশংসা আল্লাহরই”।
আর সর্বোত্তম যিক্‌র হল, **আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই** ।

---

[৯২]বুখারী ৭/১৬৮ হাদীস নং- ৬৪০৪; মুসলিম ৪/২০৭২, হাদীস নং-২৬৯৪।

হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারী মুহরিম ব্যক্তির তালবিয়া

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)-কে এহরাম বেঁধে বলতে শুনেছি,

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ[৯৩]

লাব্বাইকা আল্লা-হুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হ:ামদা ওয়ানি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌কা লা শারীকা লাকা।

'আমি তোমার ডাঁকে সাড়া দিয়ে উপস্থিত হয়েছি, হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত হয়েছি, আমি উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করছি যে, তোমার

---

[৯৩]**বুখারী, মুসলিম, মিশকাত** হাদীস নং ২৫৪১

কোন শরীক নেই। আমি উপস্থিত হয়েছি, নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নেআ'মত তোমারই এবং রাজত্বও তোমার, তোমার কোন শরীক নেই'।

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুন্দর নামসমূহ তাঁরই।

السَّلَامُ	الْقُدُّوسُ	الْمَلِكُ	الرَّحِيمُ	الرَّحْمَنُ
আস-সালাম	আল-কুদ্দূস	আল-মালিক	আর-রহীম	আর-রহমান
শান্তি এবং ত্রাণকর্তা	পূতঃপবিত্র, নিখুঁত	অধিপতি	সবচাইতে ক্ষমাশীল	সবচাইতে দয়ালু
الْمُتَكَبِّرُ	الْجَبَّارُ	الْعَزِيزُ	الْمُهَيْمِنُ	الْمُؤْمِنُ
আল-মুতাকাব্বির	আল-জাব্বার	আল-'আযীয	আল-মুহাইমিন	আল-মু'মিন
সর্বশ্রেষ্ঠ, গৌরবান্বিত	দুর্নিবার, সমুচ্চ, মহিমান্বিত	সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে সম্মানিত	অভিভাবক, প্রতিপালক	জামিনদার, সত্য ঘোষণাকারী
الْقَهَّارُ	الْغَفَّارُ	الْمُصَوِّرُ	الْبَارِئُ	الْخَالِقُ
আল-ক্বহ্হার	আল-গফ্ফার	আল-মুসাউইরু	আল-বারি'	আল-খলিক্ব
দমনকারী	পুনঃপুনঃ মার্জনাকারী	আকৃতিদানকারী	বিবর্ধনকারী, নির্মাণকর্তা, পরিকল্পনাকারী	সৃষ্টিকর্তা
الْقَابِضُ	الْعَلِيمُ	الْفَتَّاحُ	الرَّزَّاقُ	الْوَهَّابُ
আল-ক্বাবিদ	আল-'আলীম	আল-ফাত্তাহ	আর-রযযাক্ব	আল-ওয়াহ্হাব
নিয়ন্ত্রণকারী, সরলপথ প্রদর্শনকারী	সর্বজ্ঞানী, সর্বদর্শী	প্রারম্ভকারী, বিজয়দানকারী	প্রদানকারী	স্থাপনকারী
الْمُذِلُّ	الْمُعِزُّ	الرَّافِعُ	الْخَافِضُ	الْبَاسِطُ
আল-মুঝিল	আল-মু'ইয্ব	আর-রাফি'	আল-খাফিদ	আল-বাসিত
সম্মানহরণকারী	সম্মাপ্রদানকারী	উন্নীতকারী	অবিশ্বাসীদেও অপমানকারী	প্রসারণকারী

السَّمِيعُ	الْحَكَمُ	الْعَدْلُ	اللَّطِيفُ	الْخَبِيرُ
আস-সামী’	আল-হাকাম	আল-’আদল্	আল-লাতীফ	আল-খবীর
সর্বশ্রোতা	বিচারপতি	নিখুঁত	অমাক	সম্যক অবগত
الْحَلِيمُ	الْعَظِيمُ	الْغَفُورُ	الشَّكُورُ	الْعَلِيُّ
আল-হালীম	আল-’আযীম	আল-গ’ফূর	আশ-শাকূর	আল-’আলিই
ধৈর্যবান, প্রশ্রয়দাতা	সুমহান	মার্জনাকারী	সুবিবেচক	মহীয়ান
الْكَبِيرُ	الْحَفِيظُ	الْمُقِيتُ	الْحَسِيبُ	الْجَلِيلُ
আল-কাবীর	আল-হাফীয	আল-মুক্বীত	আল-হাসীব	আল-জালীল
সুমহান	সংরক্ষণকারী	লালনপালন কার	মীমাংসাকারী	গৌরবান্বিত
الْكَرِيمُ	الرَّقِيبُ	الْمُجِيبُ	الْوَاسِعُ	الْحَكِيمُ
আল-কারীম	আর-রক্বীব	আল-মুজীব সাড়া	আল-ওয়াসি	আল-হাকীম
উদার, অকৃপণ	সদা জাগ্রত	দানকারী, উত্তরদাতা	অসীম, সর্বত্র বিরাজমান	সুবিজ্ঞ, সুদক্ষ
الْوَدُودُ	الْمَجِيدُ	الْبَاعِثُ	الْحَقُّ	الْوَكِيلُ
আল-ওয়াদূদ	আল-মাজীদ	আল-বা‘ইসু	আল-হাক্ক্ব	আল-ওয়াকীল
স্নেহশীল	মহিমান্বিত	পুনরুত্থানকারী	প্রকৃত সত্য,	সহায় প্রদানকারী

الْقَوِيُّ	الْمَتِينُ	الْوَلِيُّ	الْحَمِيدُ	الْمُحْصِي
আল-ক্বউই	আল মাতীন	আল-ওয়ালিই	আল-হামীদ	আল-মুহসী
ক্ষমতাশালী	সুদৃঢ়, সুস্থির	বন্ধু, সাহায্যকারী	প্রশংসনীয়	বর্ণনাকারী, গণনাকারী
الْمُبْدِئُ	الْمُعِيدُ	الْمُحْيِي	الْمُمِيتُ	مُالْحَيُّ
আল-মুব্দি’	আল-মু’ঈদ	আল-মুহীই	আল-মুমীত	আল-হাইই
প্রথম প্রবর্তক, সৃজনকর্তা	পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী, পুনরুদ্ধারকারি	জীবনদানকারী	ধ্বংসকারী	চিরঞ্জীব,
الْقَيُّومُ	الْوَاجِدُ	الْمَاجِدُ	الْوَاحِدُ	الصَّمَدُ
আল-ক্বইয়ূম	আল-ওয়াজিদ	আল-মাজিদ	আল-ওয়াহিদ	আস-সমাদ
অভিভাবক,	পর্যবেক্ষক, চিরস্থায়ী	সুপ্রসিদ্ধ	এক, অদ্বিতীয়	চিরন্তন, অবিনশ্বর,
الْقَادِرُ	الْمُقْتَدِرُ	الْمُقَدِّمُ	الْمُؤَخِّرُ	الْأَوَّلُ
আল-ক্বদির	আল-মুক্বতাদির	আল-মুক্বদ্দিম	আল-মুআক্খির	আল-আউয়ালু
সর্বশক্তিমান	প্রভাবশালী, সিদ্ধান্তগ্রহণকারী	অগ্রগতিতে সহায়তা	বিলম্বকারী	সর্বপ্রথম, যার কোন

		প্রদানকারী		শুরু নাই
الْآخِرُ	الظَّاهِرُ	الْبَاطِنُ	الْوَالِي	الْمُتَعَالِي
আল-আখির	আজ–জাহির	আল-বাতিনু	আল-ওয়ালি	আল-মুতা'আলী
সর্বশেষ, যার কোন শেষ নাই	সুস্পষ্ট, সুপ্রতীয়মান	লুক্কায়িত, অস্পষ্ট, অন্তরস্থ	সুরক্ষাকারী বন্ধু, অনুগ্রহকারী	সর্বোচ্চ মহিমান্বিত, সুউচ্চ
الْبَرُّ	التَّوَّابُ	الْمُنْتَقِمُ	الْعَفُوُّ	الرَّءُوفُ
আল-ব্যর	আত-তাওয়াব	আল-মুন্তাক্বিম	আল-'আফুউ	আর-র'ওফ
কল্যাণকারী	বিনম্র, সর্বদা আবর্তিতমান	প্রতিফল প্রদানকারী	শাস্তি মউকুফকারী,	সমবেদনা প্রকাশকারী
ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	الْمُقْسِطُ	الْجَامِعُ	الْغَنِيُّ	الْمُغْنِي
জুল জালালি ওয়াল ইকরাম	আল-মুক্বসিতু	আল-জামি'	আল-গ'নিই	আল-মুগ'নি

মর্যাদা ও ঔদার্যের প্রভু	ন্যায়পরায়ণ, প্রতিদানকারী	একত্র আনয়নকারী	ঐশ্বর্যবান, স্বতন্ত্র	সমৃদ্ধকারী, উদ্ধারকারী
الْمَانِعُ	الضَّارُّ	النَّافِعُ	النُّورُ	الْهَادِي
আল-মানি’	আদ–দার্‌রু	আন-নাফি’	আন-নূর	আল-হাদী
প্রতিরোধকারী, রক্ষাকর্তা	যন্ত্রণাদানকারী	অনুগ্রাহক, হিতকারী	আলোক	পথপ্রদর্শক
الْبَدِيعُ	الْبَاقِي	الْوَارِثُ	الرَّشِيدُ	الصَّبُورُ
আল-বাদী’	আল-বাকী	আল-ওয়ারিসু	আর-রশীদ	আস-সবূর
অতুলনীয়, অনিধগম্য	অপরিবর্তনীয়, অনন্ত, অসীম,	সবকিছুর উত্তরাধিকারী	সঠিক পথের নির্দেশক	ধৈর্যশীল
الْبَصِيرُ	الشَّهِيدُ			
আল-বাসীর	আশ-শাহীদ			
সর্বদ্রষ্টা	সাক্ষ্যদানকারী			

আপনি যে বিষয় জানতে চান ?

বিষয়ের নাম — প্রাপ্তির পৃষ্ঠা

১৬. রাসূল (সাঃ) এর দোয়াই একমাত্র সুন্দর ও গ্রহণ যোগ্য পদ্ধতি

১৭. সূরা ফাতেহা দোয়া শিক্ষার এমন পদ্ধতি যা আল্লাহ স্বয়ং শিক্ষা দিচ্ছেন।

১৮. হাত তুলে দোয়ার পক্ষে এর চেয়ে শ্রেষ্ট সূরা আর নাই।

১৯. তা সুন্দর ও সাবলীল পদ্ধতিই হ্চেছ সূরা ফাতিহা ।

২০. সকল দোয়াই সূরা ফাতিহার নির্যাস

২১. আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে হবে বিনয়ের সাথে নম্র ভাবে আস্তে আস্তে করবে

২২. দোয়া কবুলের শর্ত হচ্ছে হালাল আয় ও নিয়তের ব্যপাওে ইখলাস

২৩. দোয়া করার আগে অযু করা

২৪. দোয়ার আদব হল আল্লাহর প্রশংসা ও দরূদ পাঠ

২৫. দোয়ার সময় আল্লাহর গুণবাচক নামে ডাকা হলে আল্লাহ তা পছন্দ করেন

২৬. সূরা ফাতিহা সকল দোয়ার নির্যাস

২৭. দোয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া ই সূরা ফাতিহার মূল উদ্দেশ্য

বইটির বিষয় ভিত্তিক অভিধান

আ পৃষ্ঠা

অ ই ঈ উ এ ঐ ও ঔ

ক

ত

থ

দ

ধ

ন

প

ফ

ব

ভ

ম

শ

স

হ

স

দ

সহযোগী গ্রন্থসমূহ

বই	গ্রন্থাকারের নাম

১. পবিত্র আল কোরান (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
২. তাফসীরে বায়ান
৩. তাফসীরে জাকারিয়া
৪. তাফসীরে ইবনে কাছীর
৫. হিসনে হাসীন লেখক আল জারির
৬. হিসনুল মুসলিম
৭. তাফসীরে ইবনে কাসির
৮. তাফসীরে বায়ান
৯. সহীহ মুসলিম ,সুনান আবু দাউদ ,সুনান তিরমিযী
১০. (সুনান ইবনে মাযাহ)
১১. (মেশকাতুল মাসাবীহ)
১২. (ফাতহুল মাযীদ)
১৩. রিয়দুল সালেহীন

১৪. ওয়েব সাইট - www.hadithbd.com
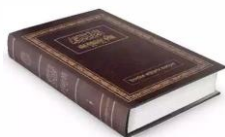
বিশুদ্ধতম দুটি গ্রন্থ সহীহ বুখারী ও আল কোরান

আলোর ধারা

নিশ্চই আপনি প্রার্থনা শ্রবকারী

আপনার কাছ থেকে রহমত নাযিল করুন

আমার কর্মে অবিচল রাখুন

আমার ভুল গুলোর জন্য পাকড়াও করবেন না

আমার উপর সদ্ধাতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেবেন না

হে, আমার রব আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি

আমাদের ক্ষমা করুন দয়া করুন মার্জনা করুন

আমাদের হেদায়েতের পর অন্তরকে বক্র করবেন না

স্বীয় প্রতিপালকের সাথে নীরবে কথা বলি
তোমরা রবের যিকর কর মনে মনে,
সবিনয় ও সংশয় চিত্তে ও অনুচ্চস্বরে প্রত্যুসে
ও সন্ধ্যায় আর তোমরা গাফিলদের অন্তর্ভূক্ত
হইও না ।
(সূরা–আরাফ,৭ঃ২০৫)
আলোর ধারা